# প্রতিরোধ

জুন-২০২৪

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মাসিক মুখপত্র

## ঘূর্ণিঝড় রেমাল মোকাবিলায় আনসার ও ভিডিপি

## সারাদেশের উপজেলার ভোটকেন্দ্রের সার্বিক নিরাপত্তায় বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

## বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর দেশব্যাপী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন

The Protirodh 45 Year 9th Issue, June 2024 Regd. No. DA-380
(Monthly Publication of Bangladesh Ansar & Village Defence Party)

বিভিন্ন উপজেলার ভোটকেন্দ্রে নিরাপত্তায় আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

Editor-cum-Administrator (Additional Charge): Md. Ziaul Hassan, BVMS, PAMS, Published by the Editor on behalf of Bangladesh Ansar & VDP, Khilgaon, Dhaka, under Public Security Division, Ministry of Home Affairs, Govt. of the People's Republic of Bangladesh ; Printed from : Enova Communications, 71 Fakirapool, Yeasin Tower, Motijheel, Dhaka-1000

## জাম খাওয়ার উপকারিতা

স্বাস্থ্য কণিকা

ফলের দেশ বাংলাদেশ। আমাদের দেশে প্রায় ৭০ রকম ফল জন্মে। তবে একেক রকম ফলে একেক রকম পুষ্টিগুণ রয়েছে। তার মধ্যে কালো জাম হলো অন্যতম। জুন-জুলাই মাসে বাজারে এ ফল দেখতে পাওয়া যায়। তবে নানা পুষ্টিগুণে ভরা এ ফল আমাদের শরীরের জন্য বেশ উপকারী। নিম্নে এর উপকারিতা সম্পর্কে তুলে ধরা হলো।

✪ ডায়াবেটিস প্রতিরোধে জাম খুবই উপকারী ফল। কারণ, এতে থাকা অ্যান্টি-ডায়াবেটিক প্রোপার্টিজ থাকার কারণে রক্তে শর্করার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ রাখে যা ডায়াবেটিস রোগীদের চিনির পরিমাণ বাড়াতে বাঁধা দেয়।

✪ জামে থাকা প্রচুর পরিমাণে পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম ও লৌহ হাড়ের শক্তি বৃদ্ধির জন্য চমৎকার ভাবে কাজ করে। তাই হাড় ক্ষয়ে যাওয়া রোগীদের এবং বয়স্ক মানুষদের প্রতিদিন জাম খাওয়া উচিত।

✪ জামের অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়া, অ্যান্টি-ইনফেক্টিভ এবং গ্যাস্ট্রো-এর মতো অ্যান্টি উপাদান শরীর থেকে বিষাক্ত ইনফেকশন দূর করতে সাহায্য করে।

✪ জামে থাকা আয়রন অ্যানিমিয়া যা জন্ডিসকে নিরাময় করে।

✪ এছাড়াও এটি পটাসিয়ামযুক্ত একটি ফল যা উচ্চ রক্তচাপ প্রতিরোধে সাহায্য করে, যা হার্ট অ্যাটাক-এর ঝুঁকি, স্ট্রোক ইত্যাদির ঝুঁকি কমায়।

✪ ফলটি অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে সমৃদ্ধ, যা ফ্রি র‍্যাডিক্যাল কোষগুলোর বিরুদ্ধে কাজ করে। এতে ক্যানসারের ঝুঁকি কমে। যা কোলন ক্যানসার প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

✪ জামে থাকা বিভিন্ন ধরনের পুষ্টি উপাদান এবং ভিটামিন শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে।

✪ প্রাকৃতিকভাবে ত্বক মসৃণ ও উজ্জ্বল হবে নিয়মিত জাম খেলে। ফলটিতে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং ভিটামিন সি গঠনে সহায়তা করে। আকালে বার্ধক্য হতে বাঁধা দিতে কাজ করে।

✪ জামে থাকা জিঙ্ক এবং ভিটামিন সি কাশিসহ অন্যান্য শ্বাসযন্ত্রের জটিলতা প্রতিরোধে সাহায্য করে। এটি হাঁপানির উপসর্গের প্রতিকারেও উপকারী।

✪ ব্যাকটেরিয়া জনিত বিভিন্ন রোগ থেকে মুক্তি মিলবে নিয়মিত জাম খেলে।

✪ দাঁত ও মাড়ির জন্য উপকারী এই ফল। এতে ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাসের মতো খনিজ উপাদান রয়েছে যা সুস্থ দাঁতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

✪ জামে রয়েছে আয়রন। ফলে নিয়মিত জাম খেলে রক্তে হিমোগ্লোবিন বাড়ে এবং রক্তশূন্যতার সমস্যা দূর হয়।

তথ্য: নাজমুন নাহার (প্রতিরোধ)

## ঐতিহাসিক সোনা মসজিদ

জানা-অজানা

ভ্রমণপিপাসুদের কাছে ভ্রমণ সবসময় তৃপ্তিদায়ক ও আনন্দের বিষয়। স্বভাবগতভাবে আমিও একজন ভ্রমণপ্রেমিক। সময় পেলেই ছুটে বেড়াই দূর-দূরান্তে, শহর-গ্রামে। কিছুদিন আগে সুযোগ পেয়ে ছুটে গেলাম ঐতিহাসিক 'সোনা মসজিদ' দর্শনের জন্য। যা চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ থানায় অবস্থিত। প্রধান সড়ক থেকে ৫০-৬০ ফুট দূরেই অবস্থিত সোনা মসজিদ।

যার বাঁ দিকে রয়েছে বিশাল আকারের একটি দীঘি। সঙ্গেই রয়েছে পর্যটকদের জন্য বিভিন্ন ধরনের দোকানাদি। প্রাচীরের সামনেই আদিকালের কিছু কবরেরও দেখা মিলে, যা তখনকার শাসকদের কবর বলে লোকমুখে শোনা যায়। মসজিদের ফটক পেরিয়ে ঢুকতেই চোখে পড়ে দুটি কবর।

যার একটিতে শায়িত আছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর, অপরটিতে নাজমুল হক টুলু। উভয় জনই ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে শাহাদতবরণ করেন। মসজিদের বাইরের অংশ লাল টেরাকোটা দিয়ে সাজানো। সূর্যের আলোতে তা সোনালি রঙের মনে হয় বলে লোকমুখে তা সোনা মসজিদ নামে পরিচিত। এটি দৈর্ঘ্য ৮২ ফুট, প্রস্থে ৫২.৫ ফুট।

বাইরে থেকে পাঁচটি গম্বুজ দেখা গেলেও এর মোট গম্বুজ ১৫টি। অভ্যন্তরে স্তম্ভ রয়েছে ৮টি। বড়-ছোট মিলিয়ে মেহরাব আছে ৫টি। মসজিদটির ডানপাশেই একটি সিঁড়ি রয়েছে যা বেয়ে ওপরে ওঠা যায়, তার পাশেই রয়েছে তখনকার রাজাদের জন্য নির্ধারিত নামাজের স্থান। উইকিপিডিয়ার তথ্যমতে, মসজিদের দেয়াল ৬ ফুট পুরু এবং এর উপাদানগুলো হচ্ছে-পাথর, ইট, টেরাকোটা ও টাইলস। জানা যায়, ৫০০ বছর পুরোনো এই সোনা মসজিদের নির্মাতা হলেন ওয়ালি মোহাম্মদ। তখন রাজা ছিলেন আলাউদ্দিন হোসেন শাহ (যার রাজত্ব ছিল ১৪৯৩ থেকে ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)। এই ওয়ালি মোহাম্মদ মূলত দুটি মসজিদ নির্মাণ করেন-একটি বর্তমানে ভারতে অবস্থিত, যার আয়তন এই মসজিদ থেকে কিছুটা বেশি হওয়ায় তখনকার মানুষের মুখে মসজিদ দুটি 'ছোট সোনা মসজিদ' ও 'বড় সোনা মসজিদ' নামে প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে। তখন থেকেই এই মসজিদের নাম ছোট সোনা মসজিদ

তথ্য: শিমুল কুমার সরকার (প্রতিরোধ)

# গাছ লাগান পরিবেশ বাঁচান-প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

## বন্যা মোকাবিলায় প্রস্তুতি

- বাড়ির ভিটা স্বাভাবিক উচ্চতার চেয়ে বেশি উঁচু করে নির্মাণ করুন, যাতে বন্যার পানি ঘরে না উঠে।
- টিউবওয়েল উঁচু স্থানে স্থাপন করুন যাতে বন্যার পানিতে ডুবে না যায় কিংবা বন্যার সময় টিউবওয়েল উঁচু করার ব্যবস্থা করুন।
- নতুন জেগে ওঠা চরে বসতবাড়ি নির্মাণ না করা ভালো, নতুন চরে বন্যা হলে ঘর আরও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
- বাড়ির আশেপাশে কোথায় আশ্রয়কেন্দ্র আছে এবং কোথায় মালামাল রাখবেন তা আগে থেকে চিহ্নিত করে রাখুন যাতে বন্যার পানি বেড়ে গেলে মালামালসহ সহজে স্থানান্তর হওয়া যায়।
- গবাদিপ্রাণী মূল্যবান সম্পদ, এদের রক্ষার জন্য আগে থেকে উঁচু জায়গা কিংবা দূরবর্তী শুকনো জায়গায় পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করুন।
- বন্যার মাস শুরুর আগে শুকনো খাবার, ফসলের বীজসহ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র মজুদ রাখুন।
- সাপের কামড় থেকে বাঁচতে নিয়মিত বাড়িঘর এবং আঙ্গিনা পরিষ্কার- পরিচ্ছন্ন ও শুষ্ক রাখার পাশাপাশি রাতের বেলা অন্ধকারে চলাচল থেকে বিরত থাকুন। কার্বলিক এসিড রাখলে সাপের উপদ্রব কম হয়। কাছাকাছি কোনো হাসপাতালে সাপের কামড়ের চিকিৎসা আছে কিনা তা জেনে রাখুন।
- ছোট শিশুদের সাঁতার শেখান এবং বাড়ির চারপাশে বেড়া দিয়ে শিশুদের সুরক্ষা ঢাল তৈরি করুন।
- এলাকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি বা স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে যোগাযোগ রাখুন এবং তাদের পরামর্শ গ্রহণ করুন।
- বাড়ির আশেপাশে ঢোল কলমি, কলাগাছসহ বেশি করে অন্যান্য ফলদ গাছ লাগান, যাতে বন্যার পানির তোড়ে বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

## বন্যাকালীন করণীয়

- নিজ বাড়িতে অবস্থান সম্ভব না হলে পরিবারের সবাইকে নিয়ে অন্যত্র আশ্রয় নিন।
- অনেক সময় শিশু আর কিশোরীদের দূরে আত্মীয়ের বাসায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। এতে তারা আরও অনিরাপদ ও অরক্ষিত হয়ে পড়ে।
- বন্যার সময় বিভিন্ন রোগ দেখা দিতে পারে। এ সময় টিউবওয়েলের পানি পান করুন, টিউবওয়েলের পানি পাওয়া না গেলে পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট বা ফিটকিরি ব্যবহার করুন।
- পরিবারের শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের নিরাপত্তায় বিশেষ নজর দিন।
- ঘরে কার্বলিক এসিডের বোতলের ছিপি খুলে রাখুন, এতে সাপ ঘরে ঢুকবে না, তাছাড়া কার্বলিক এসিড মিশ্রিত সাবানের টুকরো ঘরের চারকোণে ছিটিয়ে রাখলে সাপের উৎপাত কমে যায়।
- বিভিন্ন দালাল বা অন্য কারো পরামর্শ শুনে ভালো করে খোঁজ-খবর না নিয়ে নিজ গ্রাম ছেড়ে নিজে বা পরিবারের কাউকে কাজের সূত্রে শহরে বা অন্যত্র পাঠাবেন না। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ রেখে তাদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ নিন।

## বন্যা পরবর্তী করণীয়

- বন্যার পানি নেমে যাওয়ার সাথে সাথে নিজ বাসস্থানে ফিরে যান, ঘরবাড়ি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বসবাসের উপযোগী করে তুলুন, বাড়ির আশেপাশে দ্রুত পরিষ্কার করে গাছ ও সবজি চাষ শুরু করুন।
- কৃষি কর্মীদের সাথে আলোচনা করে নিজ জমিতে চাষাবাদ শুরু করে দিন।
- বন্যার পরপরই বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়, তাই নিয়মিত উপজেলা, জেলা ও নিকটস্থ স্বাস্থ্যকর্মীদের সাথে যোগাযোগ রাখুন এবং তাদের পরামর্শ মেনে চলুন।
- বন্যার পানি নামার সাথে সাথে ক্ষতিগ্রস্ত পুকুর বা ঘেরের পাড় মেরামত করে পুকুরে জাল টেনে চাষকৃত মাছ আছে কিনা তা আগে দেখে নিন এবং সংশ্লিষ্ট মৎস্য কর্মকর্তাদের পরামর্শে মাছ চাষ শুরু করুন।
- বীজ, চারা ও ফসলের চাষ শুরুর জন্য কৃষি কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
- ঘরবাড়ি পুনঃনির্মাণের জন্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করুন।

**জনস্বার্থে: বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী**

পৃষ্ঠপোষক
মেজর জেনারেল একেএম আমিনুল হক
বিএএম, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, পিএইচডি
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

প্রধান উপদেষ্টা
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ নাজিম উদ্দিন, বিএএম
অতিরিক্ত মহাপরিচালক, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

উপদেষ্টা
মোঃ ফখরুল আলম, বিভিএম, পিএএমএস
উপমহাপরিচালক (অপারেশন্স), বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

সম্পাদক কাম প্রশাসক (অতি. দায়িত্ব)
মোঃ জিয়াউল হাসান, বিভিএমএস, পিএএমএস
উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ), বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

সহকারী সম্পাদক (অতি. দায়িত্ব)
মোঃ রুবেল হোসাইন
সহকারী পরিচালক (ভিডিপি-প্রশিক্ষণ), বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

স্টাফ রাইটার
নূরে আলম চৌধুরী, পিভিএমএস
নাজমুন নাহার, পিভিএমএস

বিতরণ সহকারী
সানজিদা আক্তার

স্টাফ ফটোগ্রাফার
শিমুল কুমার সরকার

প্রুফ রিডার
মোহাম্মদ শাহীন খান

সম্পাদকীয় দপ্তর
সদর দপ্তর
বাংলাদেশ আনসার ও
গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী
খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯
ফোন: ৪৭২১৪৯৫১-৫৬
প্রসারণ-১৫৮
সরাসরি- ৫৫১২০০৪৭
theprotirodh@gmail.com

সৌজন্য বিতরণ

প্র চ্ছ দ

মেজর জেনারেল একেএম আমিনুল হক, বিএএম, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, পিএইচডি, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী কর্তৃক আনসার ও ভিডিপি একাডেমিতে বৃক্ষরোপণের ছবি প্রচ্ছদে ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রচ্ছদ অলংকরণ: **মোহাম্মদ শাহীন খান** (প্রতিরোধ)

# প্রতিরোধ
বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মাসিক মুখপত্র

৪৫ বর্ষ ৯ম সংখ্যা
আষাঢ়-শ্রাবণ-১৪৩১
জুন - ২০২৪

## সম্পাদকীয়

এ ধরণীতে নিঃস্বার্থ ও উপকারী বন্ধু হলো বৃক্ষ। বৃক্ষ ছাড়া প্রাণিকূলের অস্তিত্ব কল্পনাই করা যায় না। বৃক্ষের ছায়াতলেই গড়ে উঠেছিল মানব সভ্যতা। বৃক্ষ নিজেকে অকৃপণভাবে সমর্পণ করে সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করেছে, মানুষের জীবন ও জীবিকার জোগান দিয়ে যাচ্ছে। মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব রোধ ও প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষাসহ নৈসর্গিক শোভাবর্ধনে বৃক্ষের গুরুত্ব অপরিসীম। পরিবেশের দূষণ রোধ ও বৈশ্বিক উষ্ণতা কমাতে গাছ সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখে থাকে। অথচ নগরায়ন, অপরিকল্পিত উন্নয়ন আর যন্ত্র-প্রযুক্তির মোহে অযাচিতভাবে বৃক্ষনিধন করা হচ্ছে। উজাড় হচ্ছে বন। ফলে দেখা দিচ্ছে প্রাকৃতিক বিপর্যয়, বাড়ছে উষ্ণায়ন আর মানব সভ্যতা পড়ছে হুমকির মুখে। প্রতিবছর পৃথিবীর গড় তাপমাত্র বৃদ্ধি পাচ্ছে, এ বছর তীব্র দাবদাহে পাওয়া হলো 'উষ্ণতম এপ্রিল'। পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা মোকাবিলায় যে দাওয়াই দেয়া হচ্ছে, বৃক্ষরোপণ তার মাঝে সর্বাগ্রে। সুতরাং আমাদেরকে প্রচুর গাছ লাগাতে হবে। এই পৃথিবীকে বাসযোগ্য রাখতে বৃক্ষরোপণ ছাড়া আমাদের বিকল্প নেই।

বৃক্ষরোপণকে একটি সামাজিক আন্দোলন হিসাবে ছড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে প্রতিবছর ৫ জুনকে 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস' হিসাবে পালন করা হয়। "করবো ভূমি পুনরুদ্ধার, রুখবো মরুময়তা, অর্জন করতে হবে মোদের খরা সহনশীলতা"- এই প্রতিপাদ্য নিয়ে পালিত হয়েছে এবারের পরিবেশ দিবস। সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, নাগরিক সংগঠন, এনজিওসহ বিভিন্ন উদ্যোগে এই মাসটিতে ব্যাপক বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পরিচালিত হয়। প্রায় ৬১ লক্ষ সদস্যের বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে সামাজিক বনায়নে বিপ্লব ঘটিয়ে আসছে। বাহিনীর মহাপরিচালকের আহ্বানে এবারও বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে দেশব্যাপী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করছে। তবে বৃক্ষরোপণকে শুধু একটি দিবস কিংবা মাসেই আবদ্ধ রাখা চলবে না, সারাবছর আমাদের এই কাজ চালিয়ে যেতে হবে। প্রত্যেককে শপথ নিতে হবে পরিবারের প্রতিটি সদস্যের বিপরীতে বছরে অন্তত একটি করে ফলদ, বনজ কিংবা ঔষধি গাছ লাগানোর। তাহলেই নানা রকম বৃক্ষরাজিতে আবার জাগরূক হয়ে উঠবে আমাদের প্রিয় ধরিত্রী।

## সূচিপত্র

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর দেশব্যাপী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালিত..... ০৪
সংবাদ সংক্ষেপ ..... ০৫
মহাপরিচালক-এর সংবাদ ..... ০৬
ডিফেন্স সার্ভিস কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থী কর্তৃক একাডেমি পরিদর্শন ..... ০৯
ঘূর্ণিঝড় রেমাল মোকাবিলায় উপকূলীয় জেলাসমূহ ১০ হাজার আনসার ও ভিডিপি সদস্য মোতায়েন..... ০৯
আনসার ও ভিডিপি একাডেমির কার্যক্রম ..... ১০
মানবিক তৎপরতায় আনসার ও ভিডিপি ..... ১১
সারাদেশে উপজেলার ভোটকেন্দ্রের সার্বিক নিরাপত্তায় বাংলাদেম আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী..... ১২
চিত্রে বাংলাদেশে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী ..... ১৪
পবিত্র কুরবানি তাৎপর্য ও ফজিলত ..... মোঃ রুবেল হোসাইন ..... ১৬
হিট স্ট্রোক থেকে বাঁচার উপায় .....ডাঃ তানভীর মোর্শেদ ..... ১৭
রাসেলস ভাইপার কোনো আতঙ্ক নয়, চাই সচেতনতা.. নূরে আলম চৌধুরী..... ১৮
সারাদেশে ভিডিপি সদস্যদের বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সমাপনী অনুষ্ঠিত ..... ১৯
গল্প: (একটি বিমান রম্য) .....নাজমুছ সালেহীন নূর ..... ২৩
বদলি/পদোন্নতি ..... ২৪
ক্রীড়াঙ্গনে আনসার ও ভিডিপি ..... ২৫
কবিতা/ছড়া ..... ২৬
বিবিধ (জানা-অজানা/স্বাস্থ্য কণিকা) ..... ২৭

প্রতিরোধে প্রকাশিত লেখাসমূহে লেখকের নিজস্ব মতামত প্রতিফলিত হয়েছে। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোনোরূপ পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা হয়নি।

মেজর জেনারেল একেএম আমিনুল হক, বিএএম, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, পিএইচডি, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি-২০২৪ উপলক্ষ্যে আনসার ও ভিডিপি একাডেমিতে একটি জলপাই গাছের চারা রোপণ করার পর সকলের সাথে মোনাজাতে অংশগ্রহণ করেন।

# বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর দেশব্যাপী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা এবং জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০২৪ উপলক্ষ্যে সারাদেশে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করছে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী। বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি একাডেমিতে একটি জলপাই গাছের চারা রোপণের মাধ্যমে বাহিনীর বৃক্ষরোপণ কর্সসূচির শুভ উদ্বোধন করেন মহাপরিচালক মেজর জেনারেল একেএম আমিনুল হক, বিএএম, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, পিএইচডি।

এসময় অতিরিক্ত মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ নাজিম উদ্দিন, বিএএম, উপমহাপরিচালক, পরিচালক, অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ভিডিও টেলিকনফারেন্সিং (ভিটিসি)-এর মাধ্যমে ৯টি রেঞ্জ কার্যালয়, ৪২টি ব্যাটালিয়ন ও ৬৪টি জেলাসহ মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন ইউনিট সংযুক্ত ছিল।

"করবো ভূমি পুনরুদ্ধার, রুখবো মরুময়তা, অর্জন করতে হবে মোদের খরা সহনশীলতা" প্রতিপাদ্যকে ধারণ করে বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৪ উদ্‌যাপন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র ঢাকায় বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা ২০২৪ এবং জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০২৪ উপলক্ষ্যে 'বৃক্ষরোপন কর্মসূচি-২০২৪' এর উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাহিনীর সকলকে বৃক্ষরোপণে উদ্বুদ্ধ করতে দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন মহাপরিচালক মেজর জেনারেল একেএম আমিনুল হক, বিএএম, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, পিএইচডি।

তিনি বলেন, "প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদর দপ্তর, একাডেমি, রেঞ্জ, ব্যাটালিয়ন, ভিটিসি, জেলা ও উপজেলা/থানা/ইউনিয়নসহ প্রতিটি ইউনিটের নিজস্ব জায়গা/ক্লাব-সমিতির প্রাঙ্গণ/বিভিন্ন রাস্তার দুই ধারে গাছের চারা রোপণ করতে হবে।"

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রায় ৬১ লক্ষ সদস্য রয়েছে। দেশের প্রত্যেক গ্রামে ছড়িয়ে থাকা বাহিনীর প্রতিটি সদস্যকে ফলদ, বনজ ও ভেষজ গাছের চারা রোপণ এবং অন্যকে উদ্বুদ্ধ করতে তিনি আহ্বান জানান।

সংবাদ: **মোঃ রুবেল হোসাইন,** গণসংযোগ কর্মকর্তা (অতি.দা.)

# ঘূর্ণিঝড়ে যাদের ঘরবাড়ি ভেঙেছে, সব করে দেবঃ প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ৩০ মে পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় ঘূর্ণিঝড় রিমেলের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করেন।

ঘূর্ণিঝড় রিমালের তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট ও বাঁধ দ্রুত পুনর্নির্মাণে তাঁর সরকার কাজ করছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেছেন, "যাদের ঘরবাড়ি ভেঙে গেছে, ইতোমধ্যে আমরা খোঁজ নিতে বসেছি। তা ছাড়া আমি আবার সবার সঙ্গে বসবো; যেখানে যাদের বাড়িঘর ভেঙেছে, তাদের ঘরবাড়ি করে দেব।"

গত ৩০ মে পটুয়াখালী জেলা প্রশাসন আয়োজিত কলাপাড়ায় সরকারি মোজাহার উদ্দিন বিশ্বাস ডিগ্রি কলেজে ত্রাণ বিতরণ অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী।

আওয়ামী লীগ জনগণ ও দেশের উন্নয়নে সব সময় আন্তরিকভাবে নিবেদিত উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, "আমরা আপনাদের পাশে আছি। ঘূর্ণিঝড় রিমালের আঘাতে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তাদের ক্ষতি পুষিয়ে দেওয়ার জন্য যা যা করা দরকার, সব ধরণের সহযোগিতা আমরা করবো।"

সরকারপ্রধান বলেন, "আমাদের দেশে ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস প্রকৃতির নিয়মেই আসে। সেখানে মানুষের জীবনমান বাঁচানোই সবচেয়ে বড় কথা। জিনিস গেলে পাওয়া যায়; কিন্তু জীবন তো আর পাওয়া যায় না।"

নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে আবারও জনগণের সেবা করার সুযোগ প্রদানে জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তিনি বলেন, "আজ দেশে ধারাবাহিক গণতন্ত্র আছে বলেই দুর্যোগ-দুর্বিপাকে আমরা মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারছি। মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নতি হচ্ছে।"

ঘূর্ণিঝড় রিমালের প্রভাবে এবারে খুবই অস্বাভাবিক জলোচ্ছ্বাস হয়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "মানুষ তাদের করে দেওয়া সাইক্লোন সেন্টারে আশ্রয় পেয়েছে। দুর্যোগ-সহনীয় ঘরবাড়ি দরিদ্রদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। যে কারণে মানুষ ও পশুপাখি আশ্রয়ের জায়গা পেয়েছে।"

শেখ হাসিনা বলেন, "ইতোমধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাঘাট মেরামতের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ভেঙে যাওয়া বাঁধ নির্মাণের কাজও শুরু হয়েছে। বর্ষার আগেই যাতে এগুলো পুনর্নির্মাণ করে মানুষকে জলোচ্ছ্বাস বা পানির হাত থেকে বাঁচাতে পারা যায়, সে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের সঙ্গে বসে হিসাব নিরূপণ করে যেখানে যাদের ঘরবাড়ি ভেঙে গেছে, সেগুলোও সংস্কারের পদক্ষেপ নেবেন বলে জানান তিনি। ধান কাটা শেষ হয়ে গেলেও তরিতরকারি ও ক্ষেতের ফসল যা নষ্ট হয়েছে, কৃষকরা যেন নতুন উদ্যমে আবার চাষাবাদ করতে পারেন, সে জন্য বীজ, সার প্রদানসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপও নেওয়ার আশ্বাস দেন তিনি।"

এ অঞ্চলে সেনানিবাস ও নৌবাহিনী ঘাঁটি, পায়রা বন্দর প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আওয়ামী লীগ সরকারে এসেছে বলেই এই এলাকার সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে। এর আগে অনেকে সরকারে থাকলেও কেউ এদিকে দৃষ্টি দেয়নি।"

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, "এ অঞ্চল অবহেলিত ছিল। এ অঞ্চলের মানুষ প্রতিনিয়ত প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করে বেঁচে আছে। প্রতিনিয়ত তারা জীবনযুদ্ধে লিপ্ত হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসবে; কিন্তু সেটাকে মোকাবিলা করে মানুষের জীবনমান রক্ষা করাই তাঁর সরকারের লক্ষ্য এবং সেই কাজই তারা করে যাচ্ছেন।"

যুবসমাজের মাঝে উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে তাদের জন্য বিনা জামানতে ঋণ প্রদান, স্টার্টআপ প্রোগ্রাম, ১০০ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠাসহ কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে তাঁর সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, "দেশে বেকারের সংখ্যা এখন মাত্র ৩ ভাগ; সেটাও থাকবে না। তবে নিজেকে উদ্যোক্তা হতে হবে এবং শুধু চাকরির পেছনে না ছুটে নিজেদের উদ্যোগ নিতে হবে।

এর আগে প্রধানমন্ত্রী হেলিকপ্টার থেকে পটুয়াখালী জেলার মঠবাড়িয়া ও পাথরঘাটা এলাকায় ঘূর্ণিঝড় রেমালের ধ্বংসযজ্ঞের চিত্র পরিদর্শন করেন। ঢাকা থেকে পটুয়াখালী যাওয়ার পথে হেলিকপ্টারটি যখন ধীরগতিতে অনেক নিচু দিয়ে উড়ছিল, তখন রিমালে আক্রান্ত দুটি এলাকা প্রত্যক্ষ করেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রীকে বহনকারী হেলিকপ্টারটি ঢাকা থেকে যাত্রা শুরুর প্রায় দেড় ঘণ্টা পর দুপুর ১২টা ২০ মিনিটে কলাপাড়ার খেপুপাড়া সরকারি মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়-সংলগ্ন হেলিপ্যাডে অবতরণ করে। এখানে সরকারি মোজাহার উদ্দিন বিশ্বাস ডিগ্রি কলেজে ঘূর্ণিদুর্গত মানুষের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করেন প্রধানমন্ত্রী। এরপর তিনি পটুয়াখালী-কুয়াকাটা সড়কে শহিদ শেখ কামাল সেতু পরিদর্শন করেন।

তথ্য: সমকাল

# তুরস্কের জেন্ডারমারি ও কোস্ট গার্ড পরিদর্শনে মহাপরিচালক

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল একেএম আমিনুল হক, বিএএম, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, পিএইচডি গত ১৫ মে তুরস্কের জেন্ডারমারি ও কোস্ট গার্ড একাডেমির বিভিন্ন স্থাপনা, সিমুলেশন সেন্টার, জেন্ডারমারি মিউজিয়াম এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। তুরস্কের জেন্ডারমারি ফোর্স কমান্ডার জেনারেল আরিফ সেতিন-এর আমন্ত্রণে তিনি দেশটিতে সফর করেন। এসময় তার সফরসঙ্গি হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ) মোঃ জিয়াউল হাসান, বিভিএমএস, পিএএমএস এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের উপসচিব (আনসার-১ শাখা) ফৌজিয়া খান।

সপ্তাহব্যাপী এই সফরকালে তুরস্কের আঙ্কারায় জেন্ডারমারি ফোর্সের সদর দপ্তরে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মহাপরিচালক ও জেন্ডারমারি ফোর্স কমান্ডার এবং উভয় দেশের প্রতিনিধিদের মাঝে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং দুই দেশের বাহিনী সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পরস্পরের সাথে আলোচনা হয়। দুটি দেশের ফোর্সের মাঝে সহযোগিতার নতুন নতুন ক্ষেত্র উন্মোচনের পাশাপাশি প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময় নিয়ে আলোচনা হয়। আলোচনা পর্ব শেষে জেন্ডারমারি ফোর্সের কমান্ডার আনসার ও ভিডিপি মহাপরিচালককে বিভিন্ন স্থাপনা ঘুরিয়ে দেখান।

এর আগে জেন্ডারমারি ফোর্সের কমান্ডার আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী মহাপরিচালককে আনুষ্ঠানিক সংবর্ধনা প্রদান করেন। জেন্ডারমারি ফোর্সের একদল চৌকষ সৈন্য মহাপরিচালককে 'গার্ড অব অনার' প্রদান করে অভ্যর্থনা জানায়। পরবর্তীতে আলোচনা পর্ব শেষে উভয় দেশের বাহিনী প্রধানের মাঝে শুভেচ্ছা স্মারক বিনিময় হয়। মহাপরিচালক এরপর জেন্ডারমারি ফোর্সের সাথে যুক্ত বিভিন্ন ইউনিট যেমন-ইন্টেলিজেন্স স্কুল, জেন্ডারমারি ও কোস্ট গার্ড একাডেমি ইত্যাদি পরিদর্শন করেন। এসময় প্রতিষ্ঠান প্রধানদের সাথে মহাপরিচালকের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং শুভেচ্ছা স্মারক বিনিময় হয়। এরই মাঝে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী মহাপরিচালক ও প্রতিনিধি দলের সম্মানে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় যেখানে তুরস্কের অফিসারগণ বাংলা গান পরিবেশন করে সবাইকে বিস্ময়াভিভূত করেন। স্বাগতিক দেশটির আন্তরিকতা, সম্মান ও কৃতজ্ঞতায় সিক্ত বাহিনী মহাপরিচালক সকল আয়োজনের জন্য তুরস্ক জেন্ডারমারি ফোর্স কমান্ডারের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

মহাপরিচালকের সফরের জন্য তুরস্কের জেন্ডারমারি ফোর্স কমান্ডার আরিফ সেতিন উচ্ছ্বসিত আন্তরিকতা প্রকাশ করেন এবং দুই দেশের বাহিনী পর্যায়ে আরো বেশি বেশি অভিজ্ঞতা বিনিময়ের উপর জোর প্রদান করেন। তিনি তুরস্কে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য বেশি সংখ্যক আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী সদস্যকে প্রেরণের জন্য আহ্বান জানান।

সংবাদ: **মোঃ রুবেল হোসাইন,** গণসংযোগ কর্মকর্তা (অতি.দা.)

মেজর জেনারেল একেএম আমিনুল হক, বিএএম, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, পিএইচডি, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী গত ১৫ মে তুরস্কের আঙ্কারায় জেন্ডারমারি (Gendarmerie) ফোর্সের সদর দপ্তরে এসে পৌছালে জেন্ডারমারি ফোর্সের একদল চৌকস সৈনিক তাকে 'গার্ড অব অনার' প্রদান করেন। সাথে রয়েছেন জেন্ডারমারি ফোর্সের কমান্ডার জেনারেল আরিফ সেতিন।

তুরস্কের আঙ্কারায় জেন্ডারমারি (Gendarmerie) ফোর্সের সদর দপ্তরে গত ১৫ মে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল একেএম আমিনুল হক, বিএএম, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, পিএইচডি-এর সাথে তুরস্কের জেন্ডারমারি ফোর্সের কমান্ডার জেনারেল আরিফ সেতিন দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হন। পাশে রয়েছেন বাহিনীর উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ) মোঃ জিয়াউল হাসান, বিভিএমএস, পিএএমএস, জননিরাপত্তা বিভাগের উপসচিব ফৌজিয়া খান (আনসার-১ শাখা)।

মেজর জেনারেল একেএম আমিনুল হক, বিএএম, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, পিএইচডি, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী গত ১৫ মে তুরস্কের আঙ্কারায় জেন্ডারমারি (Gendarmerie) ফোর্সের সদর দপ্তর পরিদর্শনকালে জেন্ডারমারি ফোর্সের কর্মকর্তাদের সাথে কুশল বিনিময় করেন।

# “সহকারী পরিচালক হতে উপপরিচালক” পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের র‍্যাঙ্ক ব্যাজ পরালেন মহাপরিচালক

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৫ জন কর্মকর্তা “সহকারী পরিচালক হতে উপপরিচালক” পদে সদ্য পদোন্নতি পাওয়ায় তাদেরকে র‍্যাঙ্ক ব্যাজে সুশোভিত করেছেন বাহিনীর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল একেএম আমিনুল হক, বিএএম, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, পিএইচডি। গত ২৬ মে বেলা ১১টা ৩০ মিনিটে বাহিনীর সদর দপ্তরের তাদেরকে র‍্যাঙ্ক ব্যাজ পরিয়ে দেয়া হয়।

এ সময় বাহিনীর অতিরিক্ত মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ নাজিম উদ্দিন, বিএএম, উপমহাপরিচালক (প্রশাসন) কর্ণেল তসলিম এহসান, পিবিজিএম, পিএসসি, আনসার ও ভিডিপি একাডেমির ভারপ্রাপ্ত কমান্ড্যান্ট মোঃ নূরুল হাসান ফরিদী, উপমহাপরিচালক (অপারেশন্স) মোঃ ফখরুল আলম, বিভিএম, পিএএমএস, উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ) মোঃ জিয়াউল হাসান, বিভিএমএস, পিএএমএস ও পরিচালকবৃন্দ-সহ সদর দপ্তরের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা হলেন-১. মোঃ হেলাল উদ্দিন, ২. মোঃ আল-আমিন, ৩. মোঃ সুজন মিয়া ৪. নাজমুছ সালেহীন নূর ও ৫. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম।

অনাড়ম্বর আয়োজনে বাহিনীর মহাপরিচালক পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের র‍্যাঙ্ক ব্যাজ পরিয়ে দেয়ার পর ফুলেল শুভেচ্ছা জানান এবং তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে কেক কাটেন। পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে উপপরিচালক মোঃ হেলাল উদ্দিন অনুভূতি প্রকাশ করেন এবং তিনি বাহিনীর মহাপরিচালকসহ সকল ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ও পদোন্নতি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত রূপকল্প বাস্তবায়নে ২০৪১ সালের মধ্যে সুখী-সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে সততা, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও গভীর দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হয়ে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে বাহিনীর মহাপরিচালক পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদেরকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি সকলকে দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হয়ে আন্তরিকতা, সততা, নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা ও দায়িত্বশীলতার সাথে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি সকলকে শৃঙ্খলা ও পেশাদারিত্বের সাথে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করেন।

মেজর জেনারেল একেএম আমিনুল হক, বিএএম, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, পিএইচডি, মহাপরিচালক বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী গত ২৬ মে সদর দপ্তরের কনফারেন্স রুমে ‘সহকারী পরিচালক হতে উপপরিচালক’ পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের র‍্যাঙ্ক ব্যাজ পরিয়ে দেন। সাথে রয়েছেন বাহিনীর উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ) মোঃ জিয়াউল হাসান, বিভিএমএস, পিএএমএস।

উল্লেখ্য, বিসিএস আনসার ক্যাডারভুক্ত এই কর্মকর্তাগণ জাতীয় বেতন স্কেল-২০১৫ অনুযায়ী নবম গ্রেড থেকে সিনিয়র স্কেল ৬ষ্ঠ গ্রেডে (৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা) পদোন্নতিপ্রাপ্ত হলেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের আনসার শাখা-১ এর এক প্রজ্ঞাপনে এই পদোন্নতি প্রদান করা হয়।

সংবাদ: **সিপাহি মারুফ হাসান** (গণসংযোগ শাখা)

# আনসার গার্ড ব্যাটালিয়নের চতুর্থ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন

আনসার গার্ড ব্যাটালিয়ন (এজিবি)’র চতুর্থ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী গত ২২ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল একেএম আমিনুল হক, বিএএম, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, পিএইচডি।

এদিন মহাপরিচালক আনসার গার্ড ব্যাটালিয়নে পৌঁছালে তাঁকে স্বাগত জানান ব্যাটালিয়নের পরিচালক মোঃ রাজীব হোসাইন। এরপর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মহাপরিচালককে আনসার গার্ড ব্যাটালিয়নের একদল চৌকস সদস্য গার্ড সালাম প্রদান করেন। এরপর তিনি বেলুন, ফেস্টুন ও পায়রা উড়িয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন। পরে প্রধান অতিথি সকলকে সাথে নিয়ে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কেক কাটেন। সাথে উপস্থিত ছিলেন বাহিনীর অতিরিক্ত মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ নাজিম উদ্দিন, বিএএম, একাডেমির ভারপ্রাপ্ত কমান্ড্যান্ট মোঃ নূরুল হাসান ফরিদী, উপমহাপরিচালক (অপারেশন্স) মোঃ ফখরুল আলম, পিভিএম, পিএএমএস, উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ) মোঃ জিয়াউল হাসান, বিভিএমএস, পিএএমএসসহ বাহিনীর অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ এবং গার্ড ব্যাটালিয়নের সদস্যগণ।

মেজর জেনারেল একেএম আমিনুল হক, বিএএম, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, পিএইচডি, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী গত ২২ এপ্রিল আনসার গার্ড ব্যাটালিয়নের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে কেক কেটে-এর শুভ উদ্বোধন করেন।

এরপর মহাপরিচালক একটি মাল্টা গাছের চারা রোপণ করেন। এসময় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মহাপরিচালকের দরবার অনুষ্ঠিত হয়। দরবারে তিনি ব্যাটালিয়নের সকল সদস্যের উদ্দেশে দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন। দরবার শেষে মহাপরিচালক সকলের সাথে প্রীতিভোজে অংশগ্রহণ করেন। সবশেষে মহাপরিচালক পরিদর্শন বইয়ে তার মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন এবং সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও সফলতা কামনা করে এজিবি সদর দপ্তর ত্যাগ করেন।

এরপর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এজিবি সদর দপ্তরে কর্মকর্তাসহ সকল পর্যায়ের ব্যাটালিয়ন সদস্য ও তাদের পরিবারবর্গের জন্য খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। খেলাধুলা ও র‍্যাফেল ড্র-এর বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন ব্যাটালিয়নের পরিচালক মোঃ রাজীব হোসাইন। এসময় সদর দপ্তর, রেঞ্জের কর্মকর্তা ও ব্যাটালিয়নের বিভিন্ন পদবির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ: **সিপাহি আবু বকর সিদ্দিক**, গণসংযোগ শাখা

# আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের নির্বাহী কমিটির ২০৫তম সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মহাপরিচালক এবং আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল একেএম আমিনুল হক, বিএএম, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, পিএইচডি-এর সভাপতিত্বে গত ৩০ মে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়স্থ সভাকক্ষে নির্বাহী কমিটির ২০৫তম সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এ সভায় ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মোসাদ্দেক-উল-আলমসহ সরকার কর্তৃক মনোনীত পরিচালকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন এবং সভায় ব্যাংক পরিচালনায় কিছু গুররুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

তথ্য: মোঃ সোলায়মান (গণসংযোগ শাখা)

মেজর জেনারেল একেএম আমিনুল হক, বিএএম, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, পিএইচডি, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী ও চেয়ারম্যান, আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক গত ৩০ মে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে নির্বাহী কমিটির ২০৫তম সভায় সভাপতির বক্তব্য দেন।

## কল্যাণ তহবিল

### মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি তহবিল হতে আর্থিক সাহায্য সংক্রান্ত এককালীন অনুদান

| ক্রঃ | তহবিলের নাম | জনবল | টাকা | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| ১. | বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর কর্মকর্তা-কর্মচারী, অন্যান্য সদস্য ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আর্থিক সাহায্যের অনুদান প্রদান। | ০৭ | ৪,৫৫,০০০/- | ০৬/০৫/২০২৩ খ্রি. সভা অনুষ্ঠিত হয়। |

### বাংলাদেশ আনসার (সরকারি) কল্যাণ তহবিল হতে এককালীন অনুদান প্রদান

| ক্রঃ | তহবিলের নাম | খাত | জনবল | টাকা | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| ১. | বাংলাদেশ আনসার (সরকারি) কল্যাণ তহবিল | চিকিৎসাজনিত অনুদান | ১২৬২ | ২,৫৯,৭২,৩০০/- | ২৮/০৫/২০২৪ খ্রি. সভা অনুষ্ঠিত হয়। জিও জারি ও সুপারিশকৃত অর্থ বিতরণ প্রক্রিয়াধীন। |
| | | মৃত্যুজনিত এককালীন অনুদান | ৩২ | ৮,৩৫,০০০/- | |
| | | জাতীয় সমাবেশ পুরস্কার-২০২৪ | ৩৩১ | ৫৬,৭০,০০০/- | |
| | | মৃত্যুজনিত মাসিক ভাতা | ২২ | ৭৬,৮০০/- | |
| | | দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অনুদান | | ৩০,০০,০০০/- | |
| | | ক্রীড়া সামগ্রী বাবদ আর্থিক অনুদান | | ৬,৬১,৮৮০/- | |
| | | **সর্বমোট=** | **১,৬৪৭** | **৩,৬২,১৫,৯৮০/-** | |

### বাংলাদেশ ভিডিপি (সরকারি) কল্যাণ তহবিল হতে এককালীন অনুদান প্রদান

| ক্রঃ | তহবিলের নাম | খাত | জনবল | টাকা | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| ১. | বাংলাদেশ ভিডিপি (সরকারি) কল্যাণ তহবিল | চিকিৎসাজনিত অনুদান | ১১৯ | ২৪,৪৫,৬০০/- | ২৮/০৫/২০২৪ খ্রি. সভা অনুষ্ঠিত হয়। জিও জারি ও সুপারিশকৃত অর্থ বিতরণ প্রক্রিয়াধীন। |
| | | মৃত্যুজনিত এককালীন অনুদান | ১১ | ৫৬,০০০/- | |
| | | মৃত্যুজনিত মাসিক ভাতা | ৫০৩ | ১১,১৮,০০০/- | |
| | | দুস্থ ও অসহায় সদস্যদের গৃহ নির্মানের জন্য অনুদান | ২৬ | ৯৮,৫২,৪৯২/- | |
| | | জাতীয় সমাবেশ পুরস্কার-২০২৪ | ১২৬ | ১৯,৮৫,০০০/- | |
| | | **সর্বমোট=** | **৭৮৫** | **১,৫৪,৫৭,০৯২/-** | |

তথ্য: ওয়েলফেয়ার শাখা

প্রতিরোধ পড়ুন, লেখা পাঠান -সম্পাদক কাম প্রশাসক

# ডিফেন্স সার্ভিস কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কোর্সের (ডিএসসিএসসি) প্রশিক্ষণার্থীদের আনসার একাডেমি পরিদর্শন

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ নাজিম উদ্দিন, বিএএম, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী গত ২০ মে আনসার ও ভিডিপি একাডেমিতে পরিদর্শনে আসা ডিফেন্স সার্ভিস কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজের প্রশিক্ষণার্থী দলের টিম লিডার মোঃ আলীমুল আমিন, এসইউপি, এনডিসি, পিএসসি-কে ক্রেস্ট উপহার প্রদান করেন।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ নাজিম উদ্দিন, বিএএম, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী গত ২০ মে আনসার ও ভিডিপি একাডেমিতে পরিদর্শনে আসা ডিফেন্স সার্ভিস কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজের প্রশিক্ষণার্থী দলের সাথে ফটোসেশনে অংশগ্রহণ করেন।

ডিফেন্স সার্ভিস কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজ, মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা'র ডিফেন্স সার্ভিস কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কোর্স-২০২৪-এ অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশসহ বিশ্বের ২৫টি দেশের সামরিক বাহিনীর মোট ৩১২ জন প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তা গত ২০ মে বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি একাডেমি পরিদর্শন করেন।

একাডেমির শহিদ এলাহী বক্স অডিটোরিয়ামে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর উপমহাপরিচালক (প্রশাসন) কর্ণেল তসলিম এহসান, পিবিজিএম, পিএসসি প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাগণকে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ইতিহাস-ঐতিহ্য, সাংগঠনিক কাঠামো ও জাতি গঠনে এ বাহিনীর ভূমিকাসহ সামগ্রিক কার্যক্রম সম্পর্কে ব্রিফ করেন। এসময় বাহিনীর অতিরিক্ত মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ নাজিম উদ্দিন, বিএএম, ডিফেন্স সার্ভিস কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজের চিফ ইন্সট্রাক্টর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ আলীমুল আমিন, এসইউপি, এনডিসি, পিএসসি, আনসার ও ভিডিপি একাডেমির ভারপ্রাপ্ত কমান্ড্যান্ট মোঃ নূরুল হাসান ফরিদী এবং বাহিনীর বিভিন্ন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এরপর প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাগণ একাডেমিতে চলমান বিভিন্ন প্রশিক্ষণ এবং বিভিন্ন স্থাপনা পরিদর্শন করেন।

তথ্য: মনিটরিং শাখা

# ঘূর্ণিঝড় রেমাল মোকাবিলায় উপকূলীয় জেলাসমূহে ১০ হাজার আনসার-ভিডিপি সদস্য মোতায়েন

পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে থাকা গভীর নিম্নচাপটি ঘনীভূত হয়ে ঘূর্ণিঝড় রেমালে রূপ নিয়েছে যা বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় আঘাত হানতে প্রবল বেগে ধেয়ে আসছে। ইতোমধ্যে উপকূলীয় বিভিন্ন স্থানে ১০ নম্বর মহাবিপদ সংকেত জারি করা হয়েছে। এর ফলে ঘূর্ণিঝড় পূর্ব ও পরবর্তী সময়ে স্থানীয় জনসাধারণের জানমালের যে নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি হবে তা মোকাবিলায় উপকূলীয় ১২ জেলায় ১০ হাজার আনসার ও ভিডিপি সদস্যদেরকে চার দিনের জন্য মোতায়েন করেছে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী। একই সাথে সংশ্লিষ্ট উপকূলীয় রেঞ্জ কমান্ডার, জেলা কমান্ড্যান্ট ও আনসার ব্যাটালিয়ন অধিনায়কগণকে যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকার আদেশ দেয়া হয়েছে।

গত ২৫ মে, ২০২৪ খ্রি. শনিবার বাহিনীর সদর দপ্তর থেকে এক ফ্যাক্স বার্তার মাধ্যমে এসকল কার্যক্রম গ্রহণের নির্দেশাবলী জারি করা হয়। ঘূর্ণিঝড় রেমাল মোকাবিলায় সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ছুটি বাতিলপূর্বক স্টেশনে অবধারিতভাবে উপস্থিত থাকতে নির্দেশ দেয়া হয়। এই উদ্দেশ্যে সার্বক্ষণিক যোগাযোগের জন্য সদর দপ্তরে অপ্স কন্ট্রোল রুম খোলা হয়।

এরই প্রেক্ষিতে ঘূর্ণিঝড় রেমাল মোকাবিলায় সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ কমান্ডার ও জেলা কমান্ড্যান্টগণ স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে এবং ক্ষেত্রবিশেষে নিজ উদ্যোগে দুর্গত মানুষদের আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা ও মাইকিং করে প্রচারণার মাধ্যমে সচেতনতা তৈরি করে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার কাজ করেছে। এছাড়াও আনসার ও ভিডিপি সদস্যগণ স্থানীয়দের গৃহপালিত প্রাণি যেমন- হাঁস, মুরগি, গরু, ছাগল ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সম্পত্তি নিরাপদ স্থানে সরিয়ে আনতে সহায়তা করেছে। সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ, ব্যাটালিয়ন ও জেলা কমান্ড্যান্টের কার্যালয়ে কন্ট্রোল রুম স্থাপন করা হয়। ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড দলনেতা-দলনেত্রী, উপজেলা ও ইউনিয়ন আনসার কমান্ডার ও সহকারী আনসার কমান্ডারদের ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় সম্পৃক্ত করা হয়। ঘূর্ণিঝড় কবলিত এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় আনসার ব্যাটালিয়ন সদস্য, আনসার ও ভিডিপি সদস্য/সদস্যাদের নিয়োজিত করার জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছিল। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়াধীন দপ্তর ও সরকারি কোনো সংস্থা ও এজেন্সি এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদেয় স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমে আনসার ও ভিডিপি সদস্যগণ প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করেন। আশ্রয়কেন্দ্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে দায়িত্ব পালন করেন আনসার ও ভিডিপি সদস্যরা।

গত ২৬ মে ঘূর্ণিঝড় রেমালে ক্ষতিগ্রস্ত উপকূলবর্তী জনসাধারণ ও তাদের মালামাল আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার জন্য সহায়তা করেন আনসার ও ভিডিপি সদস্যরা।

সংবাদ: **মোঃ রুবেল হোসাইন**, গণসংযোগ কর্মকর্তা

# একাডেমিতে ওভেন ও সোয়েটার মেশিন অপারেটিং প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি একাডেমিতে ৬০ দিন মেয়াদি ওভেন মেশিন অপারেটিং প্রশিক্ষণ (ভিডিপি মহিলা) ৩য় ধাপ এবং সোয়েটার মেশিন অপারেটিং প্রশিক্ষণ (ভিডিপি পুরুষ) ৩য় ধাপ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠান গত ৯ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে একাডেমির ভারপ্রাপ্ত কমান্ড্যান্ট মোঃ নূরুল হাসান ফরিদী, বিএএম, প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশে দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন।

এ অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন পরিচালক (প্রশিক্ষণ) আফজাল হোসেন, ওভেন মেশিন অপারেটিং কোর্সের কোর্স ওআইসি উপপরিচালক (সদর) মেহেনাজ তাবাসসুম এবং সোয়েটার মেশিন অপারেটিংয়ের কোর্স ওআইসি উপপরিচালক (কর্মকর্তা-প্রশিক্ষণ) শাহাজালাল ছোয়াদ ।

এরপর প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে থেকে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীদেরকে পুরস্কার ও সনদপত্র প্রদান করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন একাডেমির ১ম ও ২য় শ্রেণির কর্মকর্তাসহ কোর্স বিএইচএম ও কোর্স সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষকবৃন্দ। ওভেন মেশিন অপারেটিং কোর্সে ৪৯ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া সোয়েটার মেশিন অপারেটিংয়ে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ছিল ৬৩ জন।

উপমহাপরিচালক মোঃ নূরুল হাসান ফরিদী, বিএএম, ভারপ্রাপ্ত কমান্ড্যান্ট, বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি একাডেমি গত ৯ এপ্রিল ভিডিপি (পুরুষ ও মহিলা) সদস্যদের ওভেন ও সোয়েটার মেশিন অপারেটিং প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে প্রশিক্ষণ সনদ বিতরণ করেন।

এ অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সঞ্চালনের দায়িত্ব পালন করেন উপপরিচালক (প্রশাসন) মোঃ জাহিদ হাসান।

# 'নায়েব সুবেদার হতে সুবেদার' পদোন্নতি কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি একাডেমিতে 'নায়েব সুবেদার হতে সুবেদার' প্রশিক্ষণ (পুরুষ) ২১ দিন মেয়াদি পদোন্নতি কোর্স সমাপনী গত ৯ মে অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন একাডেমির ভারপ্রাপ্ত কমান্ড্যান্ট মোঃ নূরুল হাসান ফরিদী, বিএএম। এরপর প্রধান অতিথি প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশে দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন এবং সকলকে প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে আহ্বান জানান। এরপর প্রধান অতিথি কোর্সের মেধা তালিকায় ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীদের মাঝে সনদপত্র ও পুরস্কার প্রদান করেন। এসময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন একাডেমির ১ম ও ২য় শ্রেণির কর্মকর্তাবৃন্দ। ২১ দিন মেয়াদি এ কোর্সে মোট ১৪২ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেন। এ কোর্সে কোর্স ওআইসি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন উপপরিচালক (অস্ত্র-প্রশিক্ষণ) মজিবুল হক।

উপমহাপরিচালক মোঃ নূরুল হাসান ফরিদী, বিএএম, ভারপ্রাপ্ত কমান্ড্যান্ট, বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি একাডেমি গত ৯ মে অনুষ্ঠিত পদোন্নতি কোর্স 'নায়েব সুবেদার হতে সুবেদার' প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীদের মাঝে পুরস্কার ও সনদপত্র প্রদান করেন।

# 'হাবিলদার হতে নায়েব সুবেদার' পদোন্নতি কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি একাডেমিতে গত ৩০ মে ২১ দিন মেয়াদি পদোন্নতি কোর্স 'হাবিলদার হতে নায়েব সুবেদার' প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন একাডেমির ভারপ্রাপ্ত কমান্ড্যান্ট মোঃ নূরুল হাসান ফরিদী, বিএএম।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই প্রধান অতিথি স্মরণ করেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানসহ মুক্তিযুদ্ধের সকল শহিদদেরকে। এরপর তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশে দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন। এ অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন পরিচালক (প্রশিক্ষণ) আফজাল হোসেন, কোর্স ওআইসি উপপরিচালক (অস্ত্র প্রশিক্ষণ) মজিবুল হক। বক্তব্য শেষে প্রধান অতিথি প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে প্রশিক্ষণ সনদ ও পুরস্কার বিতরণ করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন একাডেমির ১ম ও ২য় শ্রেণির কর্মকর্তাসহ কোর্স বিএইচএম ও কোর্স সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষকবৃন্দ। ২১ মেয়াদি এ কোর্সটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়। এ অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন উপপরিচালক (প্রশাসন) মোঃ জাহিদ হাসান।

সংবাদ: মোঃ মইনুল ইসলাম, ফটোগ্রাফার, আনসার ও ভিডিপি একাডেমি

উপমহাপরিচালক মোঃ নূরুল হাসান ফরিদী, বিএএম, ভারপ্রাপ্ত কমান্ড্যান্ট, বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি একাডেমি গত ৩০ মে অনুষ্ঠিত পদোন্নতি কোর্স 'নায়েব সুবেদার হতে সুবেদার' প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীদের মাঝে পুরস্কার ও সনদপত্র প্রদান করেন।

# আনসার ব্যাটালিয়ন সদস্যের মহানুভবতা

আনসার ব্যাটালিয়ন সদস্যের মহানুভবতায় আপনজনকে খুঁজে পেলো এতিম শিশু মিহাত। গোপালগঞ্জ ২৩ আনসার ব্যাটালিয়নের সিপাহি মল্লিক তারিকুল ইসলামের ব্যক্তিগত ও আন্তরিক চেষ্টায় আপনজনকে খুঁজে পেয়েছে হারিয়ে যাওয়া ৬ বছরের এতিম শিশু মিহাত। মিহাতের বাবা-মা নেই, সদর উপজেলাধীন মানিকদাহ গ্রামের সাইদ বিশ্বাসের মেয়ে জিয়াসমিন আক্তার এবং জুয়েল খান মিহাতের পালিত মা-বাবা হিসাবেই মিহাতের দেখাশুনা করেন। আনসার ব্যাটালিয়নের সিপাহি মল্লিক তারিকুল ইসলাম জানান, গত ১৭ এপ্রিল সকাল ১১টার দিকে ডিউটি শেষ করে গোপালগঞ্জ শহরের গেটপাড়া এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় গেটপাড়া ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় শিশুটিকে কাঁদতে দেখে কান্নাকাটির কারণ ও নাম জিজ্ঞেস করলে শিশুটি জানায়, তার নাম মিহাত, সকালে বাড়ি থেকে বের হয়ে পথ হারিয়ে ফেলেছে। তারিকুল বলেন, 'মিহাত স্পষ্ট করে কোনোকিছুই বলতে পারে না, পরে তাকে আদর করে বার-বার ঠিকানা জিজ্ঞেস করলে সে কাছাকাছি স্থানের কথা বোঝাতে চেষ্টা করে। এরপর তাকে নিয়ে আড়াই ঘণ্টা পর্যন্ত শহরের আশপাশের এলাকায় ঘুরতে ঘুরতে মানিকদাহ এলাকায় গেলে মিহাতের বিষয়ে জানতে পারি। একই সময়ে মিহাতের পালিত মা-বাবা ও অন্যান্য লোকজন মিহাতের খোঁজ করছিলেন। অবশেষে দুপুর আড়াইটার দিকে মিহাতের পালিত মা-বাবার হাতে তুলে দেই। এ বিষয়ে মিহাতের পালিত মা-বাবা আনসার ব্যাটালিয়ন সিপাহি তারিকুল ইসলামের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

তথ্য: পারভেজ খাঁন, গণসংযোগ সহকারী (গণসংযোগ শাখা)

# লামায় অগ্নি-নির্বাপণে আনসার ব্যাটালিয়ন সদস্যদের সাহসী ভূমিকা

**ঘটনা ১:** গত ৯ এপ্রিল সন্ধ্যা আনুমানিক ৬টা ৩০ মিনিটে লামা বাজারের কিছু দোকানে আগুন লাগে এবং মুহূর্তের মধ্যেই তা ছড়িয়ে পড়ে। এ ঘটনার খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার সার্ভিসের সাথে ১২ আনসার ব্যাটালিয়নের সদস্যবৃন্দ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করেন এবং প্রায় ৩০ মিনিট পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

**ঘটনা ২:** গত ১৬ এপ্রিল দুপুর আনুমানিক ২টা ১০ মিনিটে চম্পাতলী বৌদ্ধ বিহার, লামার একটি মেসে আগুন লাগে এবং মুহূর্তের মধ্যেই তা পুরো মেসে ছড়িয়ে পড়ে। এ ঘটনার খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ১২ আনসার ব্যাটালিয়নের সদস্যবৃন্দ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করেন এবং পরবর্তীতে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যবৃন্দ এসে প্রায় ৩৫ মিনিট পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

তথ্য: সিপাহি নূর আলম (গণসংযোগ শাখা)

# রাভওয়া কর্তৃক জনসাধারণের মাঝে বিশুদ্ধ পানি ও স্যালাইন বিতরণ

রিটায়ার্ড আনসার-ভিডিপি অফিসার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন (রাভওয়া)-এর উদ্যোগে গত ৪ মে আনসার ও ভিডিপি সদর দপ্তরের সম্মুখে যাত্রী ছাউনীতে দুপুর ১২টার সময় হিট স্ট্রোক থেকে নিজেকে বাঁচার কর্মসূচিতে সাধারণ জনসাধারণের মাঝে বিশুদ্ধ খাবার পানির বোতল ও খাবার স্যালাইন বিতরণ করা হয়।

এ সময় পানির বোতল ও খাবার স্যালাইন বিতরণ কাজে অংশ নেন রাভওয়ার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক-১, ইমামুল ইসলাম সেলিম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক-২ এস এম ফরিদ উদ্দিন আকবর, সাংগঠনিক সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আতিয়ার রহমান, সহ-দপ্তর সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল গফফার লস্কার, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ জহিরুল ইসলাম, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মাহবুবুল আলম ও নির্বাহী সদস্যা খালেদা আক্তার।

সংবাদ: মোঃ শাহীন খান (প্রতিরোধ)

# সারাদেশের উপজেলার ভোটকেন্দ্রের সার্বিক নিরাপত্তায় বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশের সর্ববৃহৎ একটি জনসম্পৃক্ত সুশৃঙ্খল বাহিনী। দেশ সেবায় ব্রত নিয়ে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্য-সদস্যরা বিভিন্ন জননিরাপত্তা ও অপারেশনাল কাজে নিয়োজিত থেকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় এবারের উপজেলা নির্বাচনে ভোটকেন্দ্রের সার্বিক নিরাপত্তা রক্ষায় প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখেছেন বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্য-সদস্যারা। উপজেলা নির্বাচন উপলক্ষ্যে এবছর সারাদেশে নিরাপত্তা রক্ষার জন্য ৩৭,৫০৬টি ভোটকেন্দ্রে ৫,৪৯,০৯৮ জন আনসার ও ভিডিপি সদস্য-সদস্যা অংগীভূত করা হয়। এছাড়া স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসাবে ৮,৭৪০ জন আনসার ব্যাটালিয়নের বিভিন্ন পদবির সদস্যগণ অত্যন্ত দায়িত্বশীলতার সাথে ভোটকেন্দ্রের সার্বিক নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করে। এ উপজেলা নির্বাচন ৪টি ধাপে অনুষ্ঠিত হয়। তার মধ্যে গত ৮ মে'২৪ খ্রি. তারিখে ১ম ধাপে ১০,৬০৫টি ভোটকেন্দ্রে ১,৫৫,৬০৬ জন আনসার ও ভিডিপি সদস্য-সদস্যা ও ২৮২০ জন আনসার ব্যাটালিয়নের সদস্য স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসাবে,২১ মে'২৪ খ্রি. তারিখে ২য় ধাপে ১৩,০১৬টি ভোটকেন্দ্রে ১,৯০,০১৬ জন আনসার ও ভিডিপি সদস্য-সদস্যা ও ২,৬০০ জন আনসার ব্যাটালিয়নের সদস্য স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসাবে, ২৯ মে'২৪ খ্রি. তারিখে ৩য় ধাপে ৯,৩৯৪টি ভোটকেন্দ্রে ১,৩৮,০৬১ জন আনসার ও ভিডিপি সদস্য-সদস্যা ও ২,২২০ জন আনসার ব্যাটালিয়নের সদস্য স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসাবে এবং ৫ জুন'২৪ খ্রি. তারিখে ৪র্থ ধাপে ৪,৪৯১টি ভোটকেন্দ্রে ৬৫,৪১৫ জন আনসার ও ভিডিপি সদস্য-সদস্যা ও ১,১০০ জন আনসার ব্যাটালিয়নের সদস্য স্ট্রাইকিং ফোর্সের দায়িত্ব পালন করেন। নিম্নে সদর দপ্তরের অপারেশন শাখা হতে প্রাপ্ত অনুযায়ী প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করা হলো:

**ঢাকা রেঞ্জ:** ঢাকা রেঞ্জের ঢাকাসহ প্রায় সবকয়টি জেলায় ৪টি ধাপে ৭,৬২৮টি ভোটকেন্দ্রে ১,০৯,৮১১ জন আনসার ও ভিডিপি সদস্য-সদস্যা

এ কে এম জিয়াউল আলম, বিএএম, পিভিএমএস, উপমহাপরিচালক ঢাকা রেঞ্জ গত ৮ মে তারিখে ফরিদপুর ও রাজবাড়ী জেলার বিভিন্ন ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে। এছাড়া ১,১৬০ জন আনসার ব্যাটালিয়নের সদস্য স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসাবে নিয়োজিত ছিল। ঢাকা রেঞ্জের উপমহাপরিচালক এ কে এম জিয়াউল আলম, বিএএম, পিভিএমএস ও ঢাকা রেঞ্জের পরিচালক মোহাম্মদ আছলাম সিকদারের তত্ত্বাবধানে ভোটকেন্দ্রের সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন। তবে ঢাকা রেঞ্জের বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে ছিলেন স্ব-স্ব জেলার জেলা কমান্ড্যান্টগণ।

**চট্টগ্রাম রেঞ্জ:** এবারের উপজেলা নির্বাচনে চট্টগ্রাম রেঞ্জের ২,৩১৮টি ভোটকেন্দ্রে ৩৪,০৪৪ জন আনসার ও ভিডিপি সদস্য-সদস্যা নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া ৮৬০ জন আনসার ব্যাটালিয়নের সদস্য স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসাবে নিয়োজিত ছিল। চট্টগ্রাম রেঞ্জের বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে

মোঃ তোফায়েল ইসলাম, কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ গত ৮ মে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন ভোটকেন্দ্র পরিদর্শনকালে ভোটকেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করে সাথে ছিলেন চট্টগ্রাম রেঞ্জের উপমহাপরিচালক মোঃ সাইফুল্লাহ রাসেল।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় স্ব-স্ব জেলার জেলা কমান্ড্যান্টগণ দায়ি করেন। তবে চট্টগ্রাম রেঞ্জের উপমহাপরিচালক মোঃ সাইফুল্লা বিএএম, পিএএমএস এ রেঞ্জের সবগুলো ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্ত দায়িত্ব পালন করেন।

**খুলনা রেঞ্জ:** প্রতিবারের মতো এবারও খুলনা রেঞ্জের ৪টি উপজে উপলক্ষ্যে খুলনা রেঞ্জে ৪,৭৭১টি ভোটকেন্দ্রে ৬৯,৪৯২ জন ত

শাহ্ আহমদ ফজলে রাব্বী, উপমহাপরিচালক, খুলনা রেঞ্জ গত ২১ মে বিভিন্ন ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

ভিডিপি সদস্য-সদস্যা এবং ১,১২০ জন আনসার ব্যাটালিয়নে স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসাবে ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খ দায়িত্ব পালন করেন। রেঞ্জের স্ব-স্ব জেলার জেলা কমান্ড্যান্টগণ কাজের তদারকি করেন। তবে খুলনা রেঞ্জের উপমহাপরিচালক শা ফজলে রাব্বী সার্বিক কাজের তত্ত্বাবধায়ন করেন।

**রাজশাহী রেঞ্জ:** ৮ মে থেকে দেশব্যাপী উপজেলা নির্বাচন শান্তিপূর্ণ

কামরুন নাহার, উপমহাপরিচালক, রাজশাহী রেঞ্জ গত ৫ জুন রেঞ্জাধীন বিভিন্ন ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ৮১,৬৮৩ জন আনসার ও ভিডিপি সদস্য-সদস্যা নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া ১,৩২০ জন আনসার ব্যাটালিয়নের সদস্য স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসাবে নিয়োজিত ছিল। রাজশাহী রেঞ্জের নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার সার্বিক কাজে তত্ত্বাবধায়ন করেন রেঞ্জের উপমহাপরিচালক কামরুন নাহার, বিএএমএস, পিভিএম। তবে স্ব-স্ব জেলার জেলা কমান্ড্যান্টগণ এসব ভোটকেন্দ্রের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে তদারকি করেন।

**সিলেট রেঞ্জ:** সিলেট রেঞ্জের মোট ২,৫৯৭টি ভোটকেন্দ্রে ৩৭,৩৪৯ জন আনসার ও ভিডিপি সদস্য-সদস্যা নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া

সিলেট জেলা বিভিন্ন উপজেলার ৪টি ধাপে অনুষ্ঠিত উপজেলা নির্বাচনে ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত স্ট্রাইকিং ফোর্সের বিভিন্ন বাহিনীর সদস্যরা।

৭৮০ জন আনসার ব্যাটালিয়নের সদস্য স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসাবে নিয়োজিত ছিল। এসব রেঞ্জের স্ব-স্ব জেলার জেলা কমান্ড্যান্টগণ প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও নিরাপত্তার দায়িত্ব তদারকি করেন। তবে রেঞ্জের সার্বিক দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন সিলেট রেঞ্জের উপমহাপরিচালক মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল, বিভিএম, পিভিএমএস।

**রংপুর রেঞ্জ:** রংপুর রেঞ্জের উপজেলা নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে পালন করার জন্য রেঞ্জের ৫,০৬০টি ভোটকেন্দ্রে ৭৩,৭১৪ জন আনসার ও ভিডিপি সদস্য-সদস্যা ভোটকেন্দ্রের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিয়োজিত ছিল। এছাড়া ১,১৬০ জন আনসার ব্যাটালিয়নের সদস্য স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এ রেঞ্জের ভোটকেন্দ্রে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে

মোঃ রফিকুল ইসলাম, উপমহাপরিচালক, রংপুর রেঞ্জ গত গত ২১ মে রেঞ্জাধীন বিভিন্ন উপজেলার ভোটকেন্দ্র পরিদর্শনের সময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন।

সার্বিক তত্ত্বাবধায়ন করেন রংপুর রেঞ্জের উপমহাপরিচালক মোঃ রফিকুল ইসলাম, বিভিএম, পিভিএমএস। জেলার জেলা কমান্ড্যান্টগণ স্ব-স্ব জেলার সার্বিক কাজের তদারকি করেন।

**ময়মনসিংহ রেঞ্জ:** ময়মনসিংহ রেঞ্জের বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রের উপজেলা নির্বাচন নির্বিঘ্নে পালন করার জন্য আনসার ও ভিডিপি ময়মনসিংহ রেঞ্জের ২,৮৪৫টি ভোটকেন্দ্রে ৪২,৮৩২ জন আনসার ও ভিডিপি সদস্য-সদস্যা দায়িত্ব পালন করে এবং ৬৪০ জন আনসার ব্যাটালিয়নের সদস্য স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসাবে নিয়োজিত ছিল। এসব ভোটকেন্দ্রের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ময়মনসিংহ রেঞ্জের উপমহাপরিচালক ড. সাইফুর রহমান, বিভিএম (বার), পিএএমএস সার্বিক কাজের দায়িত্ব পালন

ড. মোঃ সাইফুর রহমান, বিভিএম (বার), পিএএমএস, উপমহাপরিচালক, ময়মনসিংহ রেঞ্জ গত ৮ মে রেঞ্জের বিভিন্ন উপজেলার ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

করেন। এ রেঞ্জের জেলা কমান্ড্যান্টগণ প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার তদারকি করেন।

**বরিশাল রেঞ্জ:** বরিশালের রেঞ্জে উপজেলা নির্বাচনের ভোটকেন্দ্রের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা কাজের জন্য ২,৬১১টি ভোটকেন্দ্রে ৩৭,৬৩৮ জন আনসার ও ভিডিপি সদস্য-সদস্যা দায়িত্ব পালন করে। এছাড়া ৮০০জন

মোঃ আশরাফুল আলম, বিএএমএস, উপমহাপরিচালক, বরিশাল রেঞ্জ গত ৮ মে রেঞ্জাধীন বিভিন্ন উপজেলার এ ভোটকেন্দ্র পরিদর্শনকালে কর্তব্যরত আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন।

আনসার ব্যাটালিয়নের সদস্য স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসাবে নিয়োজিত ছিল। জেলার স্ব-স্ব জেলা কমান্ড্যান্টগণ এসব ভোটকেন্দ্র তদারকি করেন। তবে রেঞ্জের উপমহাপরিচালক মোঃ আশরাফুল আলম, বিএএমএস সার্বিক কাজের তত্ত্বাবধায়ন করেন।

**কুমিল্লা রেঞ্জ:** কুমিল্লা রেঞ্জে ৪টি উপজেলার ৪,২৭৩টি ভোটকেন্দ্রে ৬২,৫৩৫ জন আনসার ও ভিডিপি সদস্য-সদস্যা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া ৯০০ জন আনসার ব্যাটালিয়নের

আশীষ কুমার ভট্টাচার্য, পরিচালক, আনসার ও ভিডিপি, কুমিল্লা রেঞ্জ গত ৫ মে,বিভিন্ন উপজেলার ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

সদস্য স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসাবে নিয়োজিত ছিল। কুমিল্লা রেঞ্জের ভোটকেন্দ্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও সার্বিক কাজের দায়িত্বে ছিলেন কুমিল্লা রেঞ্জের পরিচালক আশীষ কুমার ভট্টাচার্য, বিভিএমএস ও রেঞ্জের স্ব-স্ব জেলার জেলা কমান্ড্যান্টগণ এসব ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তার দায়িত্ব তদারকি করেন।

সংবাদ: **নূরে আলম চৌধুরী ও সিপাহি মোঃ সাকিবুল ইসলাম,** (প্রতিরোধ)

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, বিপিএএ, সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জননিরাপত্তা বিভাগ -এর বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে গত ২৩ মে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মহাপরিচালকের পক্ষ থেকে বাহিনীর অতিরিক্ত মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ নাজিম উদ্দিন, বিএএম তাকে বিদায়ী স্মারক উপহার প্রদান করেন।

আবদুল্লাহ আলী আব্দুল্লাহ খাসিফ আল হামুদি, রাষ্ট্রদূত, সংযুক্ত আরব আমিরাত-এর সাথে গত ৯ মে ২০২৪ খ্রি. তারিখে সৌজন্য সাক্ষাতকালে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল একেএম আমিনুল হক, বিএএম, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, পিএইচডি তাকে বাহিনীর পক্ষ থেকে একটি স্মারক উপহার প্রদান করেন।

তুরস্কের আঙ্কারায় জেন্ডারমারি (Gendarmerie) ফোর্সের সদর দপ্তরে গত ১৫ মে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল একেএম আমিনুল হক, বিএএম, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, পিএইচডি-এর সাথে তুরস্কের জেন্ডারমারি ফোর্সের কমান্ডার জেনারেল আরিফ সেতিন দ্বিপাক্ষিক বৈঠক শেষে ফটোসেশনে অংশগ্রহণ করেন।

মেজর জেনারেল একেএম আমিনুল হক, বিএএম, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, পিএইচডি, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী গত ১৯ মে তুরস্কের আঙ্কারায় জেন্ডারমারি ও কোস্ট গার্ড একাডেমি (Gendarmerie and Coast Guard Academy) পরিদর্শনের সময় কোস্ট গার্ড একাডেমির কমান্ড্যান্ট রিয়ার অ্যাডমিরাল আহমেদ কেন্দির-কে বাহিনীর পক্ষ থেকে একটি স্মারক উপহার প্রদান করেন।

মেজর জেনারেল একেএম আমিনুল হক, বিএএম, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, পিএইচডি, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী গত ১৫ মে তুরস্কের আঙ্কারায় জেন্ডারমারি ও কোস্ট গার্ড একাডেমি পরিদর্শনকালে কর্মকর্তাদের সাথে ফটোসেশনে অংশগ্রহণ করেন।

মেজর জেনারেল একেএম আমিনুল হক, বিএএম, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, পিএইচডি, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী গত ১৫ মে তুরস্কের আঙ্কারায় জেন্ডারমারি (Gendarmerie) সদর দপ্তরে বিভিন্ন ঐতিহাসিক নিদর্শন পরিদর্শনকালে ফটোশেসনে অংশগ্রহণ করেন। পাশে রয়েছেন তুরস্কের জেন্ডারমারি ফোর্সের কমান্ডার জেনারেল আরিফ সেতিন ও বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ) মোঃ জিয়াউল হাসান, বিভিএমএস, পিএএমএস।

# বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

মেজর জেনারেল একেএম আমিনুল হক, বিএএম, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, পিএইচডি, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী গত ৫ মে ২০২৪ তারিখে সদর দপ্তরে নির্বাচনের নিরাপত্তা বিষয়ক এক সভায় সদর দপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন।

মেজর জেনারেল একেএম আমিনুল হক, বিএএম, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, পিএইচডি, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী গত ২৬ মে সদর দপ্তরের কনফারেন্স রুমে 'সহকারী পরিচালক হতে উপপরিচালক' পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের র‍্যাঙ্ক ব্যাজ পরিধানের পর ফটোসেশনে তাদের মাঝে। পাশে রয়েছেন বাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ নাজিম উদ্দিন, বিএএম, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী গত ১৯ মে সদর দপ্তরের কনফারেন্স রুমে ১ম ও ২য় শ্রেণির কর্মকর্তাদের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ সভায় বক্তব্য প্রদান করেন।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ নাজিম উদ্দিন, বিএএম, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী গত ২১ মে সদর দপ্তরে মাসিক এপিএ সভায় বক্তব্য প্রদান করেন।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ নাজিম উদ্দিন, বিএএম, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী গত ২৭ মে ২০২৪ খ্রি. তারিখে সদর দপ্তরে সুইমিং খেলোয়ারদের সাথে মতবিনিময় শেষে তাদের সাথে ফটোসেশনে অংশগ্রহণ করেন। পাশে রয়েছেন সহকারী পরিচালক (ক্রীড়া ও সংস্কৃতি) মোহাম্মদ রায়হান উদ্দীন ফকির এবং সার্কেল অ্যাডজুট্যান্ট (ক্রীড়া ও সংস্কৃতি) মোঃ জাকির হোসেন।

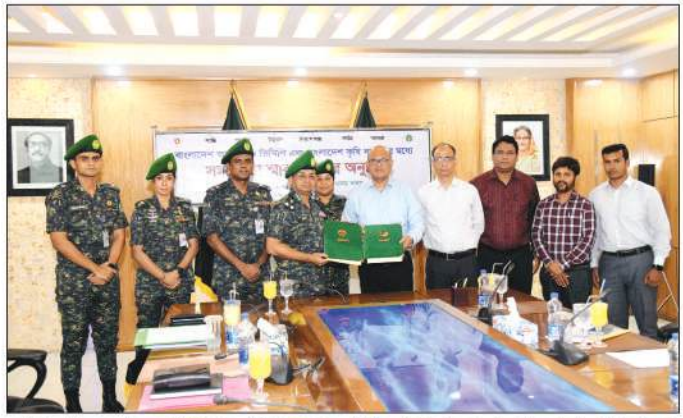

মোঃ ফখরুল আলম, বিভিএম, পিএএমএস, উপমহাপরিচালক (অপারেশন্স), বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী গত ৮ মে নিরাপত্তার জন্য অঙ্গীভূত আনসার মোতায়েনের লক্ষ্যে কৃষি ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) মোঃ খালেদুজ্জামান-এর সাথে সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর শেষে তা হস্তান্তর করেন।

# পবিত্র কুরবানির তাৎপর্য ও ফযিলত

মোঃ রুবেল হোসাইন

কুরবুন বা কোরবানি অর্থ আত্মত্যাগ, উৎসর্গ, বিসর্জন ইত্যাদি। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহর নামে কোনো কিছু উৎসর্গ করার নামই কোরবানি। প্রচলিত অর্থে কোরবানি হলো পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষ্যে জিলহজ্ব মাসের ১০ থেকে ১২ তারিখের মধ্যে মহান রব্বুল আলামিনের সন্তুষ্টি লাভের জন্য নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক ব্যক্তি কর্তৃক হালাল পশু জবেহ করা। পবিত্র কোরআনে সূরা আল-হজ্জে মহান রব্বুল আলামিন ঘোষণা করেন, 'আমি প্রত্যেক জাতির ওপর কোরবানির নিয়ম করেছি, যাতে তারা চতুষ্পদ জন্তু জবেহ করে এবং আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে।' সেই সঙ্গে সূরা কাওসারে বলা হয়, 'তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করো এবং কোরবানি করো।'

**সংক্ষিপ্ত ইতিহাস:** কোরবানির ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন। কোরআন থেকেই হযরত আদম (আ.) দুই ছেলে হাবিল কাবিলের ঘটনার সূত্রে আমরা পৃথিবীর প্রথম কোরবানির বিষয়ে জানতে পারি। হাবিল কাবিলের ঘটনায় দেখা যায়, আকাশ থেকে আগুনের ঝলক নেমে এসে হাবিলের জবাই করা কোরবানি পশুটি আল্লাহ গ্রহণ করেছিলেন। অন্যদিকে কাবিলের কোরবানিটি প্রত্যাখ্যাত হয়।

কোরআনে মহান আল্লাহ বলেছেন, 'আদমের দুই পুত্রের বৃত্তান্ত তুমি তাদেরকে যথাযথভাবে শুনিয়ে দাও, যখন তারা উভয়ে কোরবানি করেছিল, তখন একজনের কোরবানি কবুল হলো এবং অন্যজনের কোরবানি কবুল হলো না। তাদের একজন বললো, আমি তোমাকে অবশ্যই হত্যা করবো। অপরজন বললো, আল্লাহ তো সংযমীদের কোরবানিই কবুল করে থাকেন।' (সূরা মায়েদা, আয়াত: ২৭)

মুসলিম উম্মাহর জাতির পিতা হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর পুত্র হযরত ইসমাইল (আ.) কোরবানি করার মাধ্যমে দ্বিতীয় ইতিহাসের এক নতুন মাত্রা তৈরি হয়। তবে ইসলামে হযরত ইসমাইল (আ.) স্মরণে কোরবানি করা হয়। কেননা রাসুলুল্লাহ (সা.) হাদিসে ইরশাদ করেছেন-'কোরবানি হলো তোমাদের পিতা হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর সুন্নাত।'

**হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর কোরবানির ব্যাপারে কোরআনে আছে:** তারপর যখন তার পিতার সঙ্গে কাজ করার মতো বয়স হলো তখন ইব্রাহিম তাকে বললো, 'বাছা! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, তোমাকে আমি জবাই করছি, এখন তোমার কী বলার আছে?' সে বলল, 'পিতা, আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে তা-ই করুন। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে, আপনি দেখবেন, আমি ধৈর্য ধরতে পারি। তারা দুজনেই যখন আনুগত্য প্রকাশ করলো ও ইব্রাহিম তার পুত্রকে (জবাই করার জন্য) কাত করে শুইয়ে দিলো, তখন আমি তাকে ডেকে বললাম, 'হে ইব্রাহিম, তুমি তো স্বপ্নের আদেশ সত্যই পালন করলে। এভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। নিশ্চয়ই এ ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা।' আমি (তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে) জবাই করার জন্য দিলাম এক মহান জন্তু এবং তাকে রেখে দিলাম পরবর্তীদের মাঝে (স্মরণীয় করে)'। (সূরা সাফফাত: আয়াত: ১০২-১০৮)

**কোরবানি কখন, কার উপর ওয়াজিব:** প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ মস্তিষ্কের প্রত্যেক মুসলিম নারী-পুরুষ, যে ১০ জিলহজ্ব ফজর থেকে ১২ জিলহজ্ব সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হবে তার ওপর কোরবানি করা ওয়াজিব। টাকা-পয়সা, সোনা-রূপা, অলঙ্কার, বসবাস ও খোরাকির প্রয়োজনে আসে না এমন জমি, প্রয়োজন অতিরিক্ত বাড়ি, ব্যবসায়িক পণ্য ও অপ্রয়োজনীয় সকল আসবাবপত্র কোরবানির নেসাবের ক্ষেত্রে হিসাবযোগ্য।

আর নেসাব হলো স্বর্ণের ক্ষেত্রে সাড়ে সাত (৭ দশমিক ৫) ভরি, রূপার ক্ষেত্রে সাড়ে বায়ান্ন (৫২ দশমিক ৫) ভরি, টাকা-পয়সা ও অন্যান্য বস্তুর ক্ষেত্রে নিসাব হলো- এর মূল্য সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার মূল্যের সমপরিমাণ হওয়া। আর সোনা বা রূপা কিংবা টাকা-পয়সা এগুলোর কোনো একটি যদি পৃথকভাবে নেসাব পরিমাণ না থাকে কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত একাধিক বস্তু মিলে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার মূল্যের সমপরিমাণ হয়ে যায় তাহলেও তার ওপর কুরবানি করা ওয়াজিব। (আলমুহীতুল বুরহানী ৮/৪৫৫; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১৭/৪০৫)

জেনে রাখা উচিত, একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে একাধিক ব্যক্তির ওপর কোরবানি ওয়াজিব হওয়ার শর্ত পাওয়া গেলে অর্থাৎ তাদের কাছে নেসাব পরিমাণ সম্পদ থাকলে তাদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা কোরবানি করা ওয়াজিব। পরিবারের যত সদস্যের ওপর কোরবানি ওয়াজিব তাদের প্রত্যেককেই একটি করে পশু কোরবানি করতে হবে কিংবা বড় পশুতে পৃথক পৃথক অংশ দিতে হবে। একটি মাত্র কোরবানি সকলের জন্য যথেষ্ট হবে না।

পবিত্র হাদিসে আছে, রাসূল (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরবানির সামর্থ্য রাখে অথচ কুরবানি করে না সে যেন ঈদগাহের নিকটও না আসে। ইমাম আহমেদ ইবনে হাম্বল (রহ.) বলেন, "সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তা বর্জন করা আপত্তিকর।" কুরবানির সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ শিক্ষা হলো মনের যত কু-প্রবৃত্তি, অবৈধ ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, অহমিকা, ঘৃণা, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা ও অন্যান্য যত সব গোপন জরা-ব্যাধি আছে তা জবাই করে দিয়ে সকল মানবিক গুণাবলি প্রস্ফুটিত করে তোলা । তবে জেনে রাখা প্রয়োজন কুরবানির পশু নিজ হাতেই জবেহ করা মুস্তাহাব। যদি নিজে না পারে, তবে অন্যের দ্বারা জবেহকরার সময় কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

মানবজীবনে কোরবানির মূল শিক্ষা হলো সমাজের অভাবগ্রস্তদের সহমর্মিতার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পারস্পরিক সৌহার্দ প্রতিষ্ঠা করা। সেই সঙ্গে আল্লাহর রাস্তায় মানুষের আপন সম্পদ উৎসর্গ করা। যিনি যত পরিমাণ সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করবেন, তিনি আল্লাহর তত নৈকট্য লাভ করবেন। কোরবানির ত্যাগ বা উৎসর্গ একটি বড় ইবাদত। কোরবানির তাৎপর্য হলো আমাদের ভেতরের পশুত্ব, নির্মমতা, নিষ্ঠুরতা ও বীভৎসতা দূর করা। অন্তরের মধ্যে বসবাসকারী পশুকে জবাই করা এবং সেই সঙ্গে হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ-লালসা বিসর্জন দিয়ে মানবতা ও ভ্রাতৃত্বধে উজ্জীবিত হওয়া। এটাই বান্দার কাছে পবিত্র কোরবানির মহান শিক্ষা। এতে করে আমাদের মনে আত্মশুদ্ধি আসবে। সেই সঙ্গে অর্জিত হবে মনের তাকৃওয়া। আল্লাহর প্রেম শুধু কোরবানির দিনে সীমাবদ্ধ না রেখে আজীবন অব্যাহত রাখতে হবে। সর্বক্ষণ মনে জাগ্রত রাখতে হবে কোরবানির মহান শিক্ষাকে। সেই সঙ্গে কোরবানি শিরক থেকে মুক্ত থাকার একটি কার্যকর মাধ্যম। ইসলাম মুসলিমদের কোরবানির বিধান দিয়ে তাওহিদ তথা একত্ববাদের বিশ্বাসকে উজ্জ্বল ও দৃঢ়করণের পাশাপাশি এই শিক্ষাও দেওয়া হয়েছে যে, এসব সৃষ্টি করা হয়েছে কোরবানি করে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য। এর দ্বারা একদিকে যেমন তাওহিদের বিশ্বাস শানিত হয়, তেমনি মানুষকে ইসলামের মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব। কোরবানির মাধ্যমে নিজেদের বিবেককে জাগিয়ে তোলা প্রয়োজন। আর তবেই আমাদের পৃথিবী হয়ে উঠবে সুন্দর ও শান্তিময়।

**লেখক: সহকারী পরিচালক (ভিডিপি-প্রশিক্ষণ) ও গণসংযোগ কর্মকর্তা (অতি. দায়িত্ব), বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী**

স্বাস্থ্য বার্তা

# হিট স্ট্রোক থেকে বাঁচার উপায়

ডাঃ তানভীর মোর্শেদ

এবার গ্রীষ্ম যেন হাজির হয়েছে প্রকৃতির রুদ্ররূপের বারতা নিয়ে। টানা তাপপ্রবাহের রেকর্ড ভেঙেছে। দাবদাহে প্রাণ ওষ্ঠাগত। সাথে হাজির গরমের নানা স্বাস্থ্য সমস্যা। এর মধ্যে সাম্প্রতিক সময়ে যে স্বাস্থ্য সমস্যাটি সবচেয়ে বেশি আলো হচ্ছে "হিট স্ট্রোক"।

**হিট স্ট্রোক কি?**

"হিট স্ট্রোক" এমন একটি অবস্থা যাতে একজন ব্যক্তির শরীর খুব গরম হয়ে যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, যখন কেউ পর্যাপ্ত তরল পানীয় পান না করে খুব গরম আর্দ্র আবহাওয়ায় পরিশ্রম করে তখনই "হিট স্ট্রোক" হতে পারে। হিট স্ট্রোক একট মেডিকেল ইমার্জেন্সী, যার দ্রুত চিকিৎসা না হলে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। আমাদের শরীর যখন খুব গরম হয়, তখন "হিটক্র্যাম্প" (মাংস পেশিতে) এবং "তাপ ক্লান্তি" ও হতে পারে। এ অবস্থাগুলো হিট স্ট্রোকের মতো গুরুতর নয়। তবে যদি এগুলোর চিকিৎসা না করা হয়, তবে পরবর্তীতে হিট স্ট্রোকও হতে পারে।

**হিট স্ট্রোক কেন হয়?**

সাধারণত নানা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমাদের শরীর তার অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা ৩৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াস (৯৮.৬০ ফারেনহাইট) এ রাখার চেষ্টা করে। ত্বকের মাধ্যমে ঘাম ঝরিয়ে এবং তাপ বিকিরণ করে আমরা নিজেদের ঠাণ্ডা রাখি। নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে যেমন প্রচণ্ড তাপ, উচ্চ আর্দ্রতা বা প্রচণ্ড রোদে দীর্ঘক্ষণ থাকলে বা অতিরিক্ত পরিশ্রম করলে কখনো কখনো শরীরের এ তাপ নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া ঠিকভাবে কাজ করে না। এতে করে শরীরের তাপমাত্রা বিপজ্জনক স্তরে (৪০ ডিগ্রি সেঃ/ ১০৪০ ডিগ্রি ফাঃ বা এর বেশি) পৌঁছে যেতে পারে। অতিরিক্ত তাপমাত্রায় শরীরের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যহত হয়। এরই ফলশ্রুতিতে হিট স্ট্রোক হয়।

**হিট স্ট্রোকের ঝুঁকি বেশি যাদের:**

১. শিশু এবং বয়স্ক (৬৫ বছরের উর্ধ্ব) ব্যক্তি।
২. যারা দীর্ঘ সময় রোদে থাকেন (কৃষক, নির্মাণ শ্রমিক)।
৩. যারা কায়িক পরিশ্রম করেন (খেলোয়াড়, রিকশা-ভ্যান চালক)।
৪. দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তি বা যারা জটিল রোগে ভুগছেন।
৫. দীর্ঘসময় ভারী পোশাক পরিধান করে থাকেন এমন ব্যক্তি।

**হিট স্ট্রোকের লক্ষণ:**

১. শরীরের তাপমাত্রা (৪০০ ডিগ্রি সেঃ/ ১০৪০ ডিগ্রি ফাঃ বা এর বেশি হওয়া)।
২. বিভ্রান্তি তৈরি হওয়া বা চেতনা হ্রাস পাওয়া।
৩. অবসন্ন বোধ করা।
৪. খিঁচুনি ও জ্ঞান হারানো।
৫. শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হওয়া।
৬. হৃদস্পদন বেড়ে যাওয়া বা দ্রুত হওয়া।
৭. রক্তচাপ কমে যাওয়া।
৮. ত্বক, ঠোঁট, জিহ্বা শুকিয়ে যাওয়া।
৯. মাংস পেশির দুর্বলতা।
১০. ক্ষেত্রবিশেষে বমি বা ডায়রিয়া।

**হিট স্ট্রোক হলে করণীয়:**

প্রাথমিক ভাবে হিট স্ট্রোকের আগে যখন শরীর ক্লান্ত এবং অবসন্ন হয়ে পড়ে এবং শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায় তখনই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিলে হিট স্ট্রোক প্রতিরোধ করা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি নিজেই যা করতে পারে-

১. দ্রুত শীতল কোনো স্থানে চলে যাওয়া। সম্ভব হলে ফ্যান বা এসি ছেড়ে দেয়া।
২. ভেজা কাপড় দিয়ে শরীর মুছে ফেলা। সম্ভব হলে গোসল করা।
৩. প্রচুর পানি (প্রয়োজন হলে খাবার স্যালাইন) পান করা। চা বা কফি পান না করা।

যদি হিট স্ট্রোক হয়েই যায় তবে রোগীকে যত দ্রুত সম্ভব হাসপাতালে নিতে হবে। ঘরে চিকিৎসা করার কোনো সুযোগ নেই। এ ক্ষেত্রে রোগীর আশে পাশে যারা থাকবেন তাদের করণীয় হলো-

১. রোগীকে দ্রুত শীতল স্থানে নিয়ে যাওয়া।
২. রোগীর গায়ের কাপড় খুলে ফেলা।
৩. ভেজা কাপড় দিয়ে অনবরত শরীর মোছা।
৪. প্রয়োজনে বগলে এবং কুঁচকিতে বরফ দেওয়া।
৫. রোগীর জ্ঞান থাকলে তাকে পানি এবং খাবার স্যালাইন দেয়া।
৬. রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস এবং নাড়ি চলছে কিনা খেয়াল রাখা।
৭. রোগীকে যত দ্রুত সম্ভব হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া।

**হিট স্ট্রোক প্রতিরোধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা:**

১. রোদে অধিক সময় কাজ না করে মাঝে মাঝে ছায়ায় বিশ্রাম নেয়া।
২. পর্যাপ্ত পানি পান করা (প্রয়োজনে খাবার স্যালাইন খাওয়া যেতে পারে। তবে চা-কফি পান না করাই শ্রেয়।
৩. হালকা সুতির কাপড় পরিধান করা।
৪. প্রচণ্ড রোদে বাচ্চাদের বাইরে খেলাধুলা না করা।
৫. বয়স্ক ব্যক্তিদের প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের না হওয়া।

**মনে রাখা জরুরি:**

১. হিট স্ট্রোকে জ্বর ভেবে জ্বরের ঔষধ খাওয়া যাবে না।
২. প্রচণ্ড রোদ বা গরমে বাইরে থেকে বাসায় ফিরে সাথে সাথে ফ্রীজের ঠাণ্ডা পানি পান করা যাবে না।

লেখক: আবাসিক মেডিকেল অফিসার, আনসার ও ভিডিপি হাসপাতাল সফিপুর, গাজীপুর।

# রাসেলস ভাইপারে আতঙ্ক নয়, চাই সচেতনতা

রাসেলস ভাইপার বা চন্দ্রবোড়া বর্তমানে সবচেয়ে বেশি আলোচনার বিষয়বস্তু বা আতঙ্কের নাম। মাত্র এক দশক আগেও বিলুপ্ত প্রায় প্রজাতি হিসাবে গণ্য হয়েছিল বিষধর সাপ রাসেলস ভাইপার। কিন্তু বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশ ও ভারতসহ দক্ষিণ এশিয়ার বেশ কিছু দেশে আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এই সাপটি। ২০২১ সালে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কয়েকটি এলাকায় বিশেষ করে পদ্মার তীরবর্তী কয়েকটি জেলা ও চরাঞ্চলে রাসেলস ভাইপার সাপের কামড়ে দু'জন নিহত ও কয়েক জন আহত হওয়ার ঘটনা সে সময় বেশ আলোড়ন তুলেছিল। এ বছর এই সাপের কামড়ে বেশ কিছু লোক মারা যায়।

**রাসেলস ভাইপার নামের উৎপত্তি:** ১৭২৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি স্কটল্যান্ডের এডিনবার্গে জন্মগ্রহণ করে সার্জন প্যাট্রিক রাসেলস নামে এক সার্জন। প্রকৃত পক্ষে তার নাম অনুসারে রাসেলস ভাইপার সাপের নাম এসেছে। মূলত ১৭৮১ সালে প্যাট্রিক রাসেলস ভারতে এসে এই অঞ্চলে প্রাকৃতিক ইতিহাস নিয়ে অধ্যয়ন শুরু করেন। সে সময় কর্নটক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তারা সাপের কামড়ের সমস্যা নিয়ে বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। সেই সময় ঐ কর্মকর্তারা এ সাপটিকে শনাক্ত করার উপায় খুঁজতে প্যাট্রিক রাসেলসকে নিয়োজিত করেন। ১৭৯৬ সালে তিনি প্রথম কোবরা সাপের পরই এই প্রাণঘাতী সাপটিকে সনাক্ত করেছিলেন। তবে স্থানীয়ভাবে চন্দ্রবোড়া বা উলুবোড়া নামে পরিচিত। এই সাপ শুধু বাংলাদেশেই নয় ভারত, ভুটান, থাইল্যান্ড, নেপাল, কম্বোডিয়া, চীন ও মিয়ানমারে দেখতে পাওয়া যায়।

**রাসেলস ভাইপার চিনবেন যেভাবে:** রাসেলস ভাইপারের মাথা চ্যাপ্টা, ত্রিভুজাকার এবং ঘাড় থেকে আলাদা। থুতনি ভোঁতা, গোলাকার ও উত্থিত। নাকের ছিদ্র বড় এবং চোখ বড় ও হলুদ। শরীরে বাদামী দাগ থাকে। এই দাগের প্রত্যেকটির চারপাশে একটি কালো বলয় রয়েছে। রাসেলস ভাইপারের দেহ ও লেজ ১৬৬ সেন্টিমিটার (৬৫ ইঞ্চি) পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

**রাসেলস ভাইপারের আচরণ:** রাসেলস ভাইপার প্রাথমিকভাবে নিশাচর প্রাণি হিসাবে পরিচিত। তবে শীতল আবহাওয়ায় এটি দিনের বেলা সক্রিয় হয়ে ওঠে। প্রাপ্তবয়স্ক এই সাপ ধীরগতির ও অলস হয়। এটি বিদ্যুৎ গতিতে আঘাত করতে পারে। রাসেলস ভাইপার এত বেশি শক্তি প্রয়োগ করতে পারে যে লাফ দিয়ে যে কোনো ব্যক্তিকে আঘাত বা ছোবল মারতে পারে, এমনকি মানুষকে 'তাড়া' করেও কামড়ায়।

**রাসেলস ভাইপারের খাবার:** রাসেলস ভাইপার প্রাথমিকভাবে ছোট সরীসৃপ, কাঁকড়াসহ অন্যান্য পোকা-মাকড় খেয়ে থাকে। যখন তারা বড় ও প্রাপ্তবয়স্ক হয়, তখন ইঁদুর খেতে শুরু করে।

**যেভাবে রাসেলস ভাইপারের বাংলাদেশে উপস্থিতি:** বাংলাদেশে প্রায় ১০০ বছর ধরে এই সাপের অস্তিত্ব রয়েছে। ২০১৩ সালে রাজশাহী মেডিকেল কলেজের চিকিৎসকরা রাসেলস ভাইপারের কামড় খাওয়া প্রথম রোগী দেখতে পান। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় স্বল্প সংখ্যক রাসেলস ভাইপার রয়েছে। কিন্তু বংশবিস্তারের মতো পরিবেশ এবং পর্যাপ্ত খাদ্য না থাকায় এই সাপের উপস্থিতি তেমন বোঝা যায়নি।

আমাদের দেশে বেশিরভাগ সাপ ডিম পাড়ে। তবে রাসেলস ভাইপার বাচ্চা দেয়। একটি স্ত্রী ভাইপার ৩০ থেকে ৪০টি বাচ্চা দেয়। তবে সর্বোচ্চ ৮০টি পর্যন্ত বাচ্চা দেয়ার রেকর্ডও রয়েছে। যেসব জায়গায় কচুরিপানা রয়েছে, সেসব স্থানে বাসা বেঁধে থাকে এই সাপ। বাংলাদেশে রাসেলস ভাইপারের দংশনের হার তুলনামূলক কম। তবে ভারতে প্রতিবছর মোট সর্প দংশনের অন্তত ৪৩ শতাংশ এবং শ্রীলঙ্কায় ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ রাসেলস ভাইপার ঘটিয়ে থাকে।

**সচেতনতা:** রাসেলস ভাইপার নিয়ে আতঙ্কিত না হয়ে সচেতনতা বাড়াতে হবে বলে জানিয়েছে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়। রাসেলস ভাইপারের উপস্থিতি উদ্বেগজনক হলেও মানুষের সঙ্গে এই সাপের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা কম। এই সাপ সাধারণত নিচু ভূমির ঘাসবন, ঝোপজঙ্গল, উন্মুক্ত বন, কৃষি এলাকায় বাস করে এবং মানুষের বসতি এড়িয়ে চলে। সাপটি মেটে রঙের হওয়ায় মাটির সঙ্গে সহজে মিশে যেতে পারে। মানুষ খেয়াল না করে খুব কাছে গেলে সাপটি বিপদ দেখে ভয়ে আক্রমণ করে। এ জন্য সবাইকে সাবধানতা অবলম্বনের অনুরোধ জানানো হয়।

যেসব এলাকায় রাসেলসস ভাইপার দেখা গেছে, সেসব এলাকায় চলাচলে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে; লম্বা ঘাস, ঝোপঝাড়, কৃষি এলাকায় হাঁটার সময় সতর্ক থাকতে হবে; গর্তে হাত-পা ঢুকানো যাবে না; সংশ্লিষ্ট এলাকায় কাজ করার সময় বুট এবং লম্বা প্যান্ট পরতে হবে; রাতে চলাচলের সময় টর্চ লাইট ব্যবহার করতে হবে; বাড়ির চারপাশ পরিস্কার ও আবর্জনামুক্ত রাখতে হবে; জ্বালানি লাকড়ি, খড় সরানোর সময় বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে; সাপ দেখলে তা ধরা বা মারার চেষ্টা করা যাবে না; প্রয়োজনে জাতীয় হেল্পলাইন ৩৩৩ নম্বরে কল করতে হবে বা নিকটস্থ বন বিভাগের অফিসকে জানাতে হবে। বেজি, গুইসাপ, বাগডাশ, গন্ধগোকুল, বন বিড়াল, মেছো বিড়াল, তিলা নাগ, ঈগল, সারস, মদন টাক এবং কিছু প্রজাতির সাপ রাসেলস ভাইপার খেয়ে তাদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রাখে। এসব বন্যপ্রাণিকে মানুষের নির্বিচারে হত্যার কারণে প্রকৃতিতে এ সাপের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। এ কারণে বন্যপ্রাণি দেখলেই অকারণে তা হত্যা, তাদের আবাসস্থল ধ্বংস করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

**সাপ কামড়ালে করণীয়:** চিকিৎসকের মতে, এই সাপের বিষক্রিয়া মারাত্মক। এটি দংশনের পরে শরীরে তীব্র ব্যথা অনুভূত হয়। পাশাপাশি আক্রান্ত জায়গা দ্রুত ফুলে যায়। দ্রুত চিকিৎসা না করলে নিম্ন রক্তচাপ, কিডনি অকার্যকর হতে পারে। এছাড়া বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। রাসেলস ভাইপারের কামড়ে দাঁত বসে গেলে শরীরের ক্ষতস্থানসহ ওপর-নিচের জায়গা হালকা করে ব্যান্ডেজ দিয়ে পেঁচিয়ে দিতে হবে। দংশিত অঙ্গ নড়াচড়া করা যাবে না; পায়ে দংশনে বসে পড়তে হবে, হাঁটা যাবে না; হাতে দংশনে হাত নড়াচাড়া করা যাবে না হাত-পায়ের গিড়া নাড়াচাড়ায় মাংসপেশীর সংকোচনের ফলে বিষ দ্রুত রক্তের মাধ্যমে শরীরে ছড়িয়ে গিয়ে বিষক্রিয়া ঘটতে পারে; আক্রান্ত স্থান সাবান দিয়ে আলতোভাবে ধুতে অথবা ভেজা কাপড় দিয়ে আলতোভাবে মুছতে হবে; ঘড়ি, অলঙ্কার বা তাবিজ থাকলে খুলে ফেলতে হবে; দংশিত স্থানে কাঁটা, সুই ফোটানো কিংবা কোনোরকম প্রলেপ লাগানো যাবে না; সাপে কাটলে ওঝার কাছে গিয়ে অযথা সময় নষ্ট করা যাবে না; যত দ্রুত সম্ভব নিকটস্থ হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে যেতে হবে; আতঙ্কিত না হয়ে নিকটস্থ সরকারি হাসপাতালে গিয়ে অ্যান্টিভেনম নিতে হবে। তবে আক্রান্ত ব্যক্তিকে অবশ্যই দু' ঘণ্টার মধ্যে হাসপাতালে নিতে হবে।

রাসেলস ভাইপারের প্রাদুর্ভাব কমাতে করণীয় সম্পর্কে বিবৃতিতে আরও বলা হয়, এ বিষয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী ডা. সামন্ত লাল সেন বলেছেন, 'দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণ অ্যান্টিভেনম আছে। সব জায়গায় হাসপাতালে অ্যান্টিভেনম রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

প্রতিবেদক: **নূরে আলম চৌধুরী**, স্টাফ রাইটার, প্রতিরোধ।

# ভিডিপি সদস্যদের বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সমাপনী অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী মূলত একটি প্রশিক্ষণধর্মী প্রতিষ্ঠান। প্রতি বছর এ বাহিনী থেকে লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে আত্মনির্ভরশীল হয়ে সমাজ উন্নয়নে নিবেদিত হয়ে কাজ করে যাচ্ছে। নিম্নে সাতটি রেঞ্জের বিভিন্ন জেলার ভিডিপি সদস্যদের বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্সের কার্যক্রম তুলে ধরা হলো:

**সিলেট রেঞ্জ:** সিলেট জেলা আনসার ও ভিডিপি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে গত ২৭ এপ্রিল সকাল ১১টায় ৩০ জন ভিডিপি সদস্যের বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আনসার ও ভিডিপি সিলেট রেঞ্জের উপমহাপরিচালক মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল, বিভিএম, পিভিএমএস। এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা কমান্ড্যান্ট সিলেট আলী রেজা রাব্বী, বিভিএমএস।

সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বলেন, "কম্পিউটার ব্যবহারে পারদর্শী ও দক্ষ করে গড়ে তোলার মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করাই এ

মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল, উপমহাপরিচালক, সিলেট রেঞ্জ গত ২৭ এপ্রিল ভিডিপি সদস্যদের বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে প্রশিক্ষণ সনদ বিতরণ করেন।

প্রশিক্ষণের লক্ষ্য। এ প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান বাস্তব জীবনে কাজে লাগাতে হবে। বিজ্ঞানের এ যুগে কম্পিউটার ব্যবহার ছাড়া কোনো কিছু করা সম্ভব নয়।"

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা কমান্ড্যান্ট মৌলভীবাজার মোঃ মোতালিব হোসেন, সিলেট জেলা সার্কেল অ্যাডজুট্যান্ট এএসএম এনামুল হক, উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা মোঃ রাসেল গাজী এবং কম্পিউটার প্রশিক্ষক বিপ্লব চন্দ্র সাহা। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অর্জনকারী ৩ জনকে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

তথ্য: **মোঃ রাসেল**, গণসংযোগ সহকারী, সিলেট রেঞ্জ

**বরিশাল রেঞ্জ:** ঝালকাঠিতে বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ (ভিডিপি) ২য় ধাপ সমাপনী অনুষ্ঠান গত ২৮ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয়। ৭০ দিন মেয়াদি এ প্রশিক্ষণ কোর্সে গত ২০ ফেব্রুয়ারি হতে শুরু করে ২৮ এপ্রিলে শেষ হয়। একোর্সে ৪৯ জন ভিডিপি সদস্য অংশগ্রহণ করেন। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বরিশাল রেঞ্জের উপমহাপরিচালক মোঃ আশরাফুল আলম, বিএএমএস। এ সমাপনী অনুষ্ঠানটি পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াতের মধ্যে দিয়ে শুরু হয়।

এরপর প্রধান অতিথি প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। বক্তব্যে তিনি বলেন, "এ কম্পিউটার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে প্রশিক্ষণার্থীগণ নিজেকে কম্পিউটার ব্যবহারে পারদর্শী ও দক্ষ করে তোলার মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি আর্থিক উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হবেন। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানকে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে নিজেকে দেশের একজন উন্নয়নকর্মী হিসেবে পারিবারিকভাবে উন্নতি সাধন, স্মার্ট বাংলাদেশ বির্নিমাণে আমাদের করণীয় এবং সর্বোপরি কিভাবে একজন আদর্শবান মানুষও একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হওয়া যায় ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের পরামর্শ দেন। বক্তব্য শেষে প্রধান অতিথি চৌকস প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে পুরস্কার এবং সনদ ও শেয়ার বিতরণ করেন।

মোঃ আশরাফুল আলম, উপমহাপরিচালক, বরিশাল রেঞ্জ গত ২৮ এপ্রিল ভিডিপি সদস্যদের বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে প্রশিক্ষণ সনদ বিতরণ করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা কমান্ড্যান্ট ঝালকাঠি মোঃ সাদ্দাম হোসেন, পিভিএম। আরও উপস্থিত ছিলেন সার্কেল অ্যাডজুট্যান্ট ঝালকাঠি সুশান্ত কুমার শিকদার এবং বিভিন্ন উপজেলার কর্মকর্তা ও উপজেলা প্রশিক্ষকসহ আনসার ব্যাটালিয়নের বিভাগীয় প্রশিক্ষকবৃন্দ।

তথ্য: **মোঃ আব্দুল আজিজ মিয়া**, গণসংযোগ সহকারী, বরিশাল রেঞ্জ

**কুমিল্লা রেঞ্জ:** বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী কুমিল্লা জেলা কর্তৃক আয়োজিত জেলাভিত্তিক ৭০ দিন মেয়াদি বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠান রামমালাস্থ আনসার ও ভিডিপি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে গত ২৯ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয়।

কুমিল্লা জেলা কার্যালয়ের প্রশিক্ষণ শেডের শ্রেণিকক্ষে জেলা কমান্ড্যান্ট মোঃ শাহীদুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা রেঞ্জের পরিচালক আশীষ কুমার ভট্টাচার্য।

এ সময় প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, "বর্তমান সময়ে পড়ালেখার পাশাপাশি কম্পিউটার জানাটা আবশ্যক। তথ্য প্রযুক্তির যুগে ডিজিটাল

আশীষ কুমার ভট্টাচার্য, পরিচালক, কুমিল্লা রেঞ্জ গত ২৯ এপ্রিল ভিডিপি সদস্যদের বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে পুরস্কার ও প্রশিক্ষণ সনদ বিতরণ করেন।

বাংলাদেশ গড়তে কম্পিউটার শিক্ষা গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। বেকারত্ব দূর করতে ফ্রিল্যান্সিং-এর মাধ্যমে ঘরে বসে বিদেশি ডলার আয় করা সম্ভব। নিজেকে যোগ্য, দক্ষ, বিভিন্ন গুণাবলি সমৃদ্ধ মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা ও সমাজে মাথা উঁচু করে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য নিজেকে গড়ে তুলতে হবে। পাশাপাশি দেশ ও জনগণের সেবায় কাজ করতে হবে।"

কুমিল্লা জেলার ১৭টি উপজেলা হতে ২৯ জন পুরুষ সদস্য এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা রেঞ্জের সহকারী পরিচালক মোঃ সোহেল রানা সরকার, সার্কেল অ্যাডজুট্যান্ট মোঃ মনিরুল ইসলাম, নায়েব সুবেদার মোঃ জয়দুল হোসেন, প্রশিক্ষক মোঃ রাসেল মিয়া, সিপাহি মোঃ জাহাঙ্গীর ইসলাম, সিভিল প্রশিক্ষক মোঃ জাহিদ হাসান।

**ময়মনসিংহ রেঞ্জ:** ময়মনসিংহের বাঁশবাড়ী আঞ্চলিক ভিডিপি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে গত ২৮ এপ্রিল ৭০ দিন মেয়াদি বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ২য় ধাপ (ভিডিপি পুরুষ) সম্পন্ন হয়। আনসার ও ভিডিপি জেলা কমান্ড্যান্ট ময়মনসিংহ ড. মোস্তারী জাহান ফেরদৌস, বিএএমএস-এর সভাপতিত্বে সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন উপপরিচালক ময়মনসিংহ রেঞ্জ মোহাঃ মাহবুবুর রহমান, পিএএমএস। এছাড়া এ সমাপনী অনুষ্ঠানে

মোহাঃ মাহবুবুর রহমান, উপপরিচালক, ময়মনসিংহ রেঞ্জ গত ২৮ এপ্রিল ভিডিপি সদস্যদের বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে প্রশিক্ষণ সনদ বিতরণ করেন।

আরও উপস্থিত ছিলেন সার্কেল অ্যাডজুট্যান্ট ময়মনসিংহ মোঃ ওসমান গণি এবং প্রশিক্ষণের সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষকবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি কোর্স মূল্যায়নে তিন জন শ্রেষ্ঠ প্রশিক্ষণার্থীকে পুরস্কারসহ সকল প্রশিক্ষণার্থীকে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের শেয়ার সনদ প্রদান করেন। এ প্রশিক্ষণে ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলার ৩০ জন প্রশিক্ষণার্থী কৃতিত্বের সাথে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেন।

তথ্য: **মোঃ রেজাউল করিম**, গণসংযোগ সহকারী, ময়মনসিংহ রেঞ্জ

**ঢাকা রেঞ্জ:** ঢাকা রেঞ্জাধীন গোপালগঞ্জ জেলায় ৭০ দিন মেয়াদি বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠান গোপালগঞ্জ জেলা আনসার ও ভিডিপি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে গত ২৭ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা কমান্ড্যান্ট গোপালগঞ্জ মোঃ ফজলে রাব্বি, উপজেলা প্রশিক্ষক

মোঃ ফজলে রাব্বি, জেলা কমান্ড্যান্ট, গোপালগঞ্জ গত ২৭ এপ্রিল ভিডিপি সদস্যদের বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে প্রশিক্ষণ সনদ বিতরণ করেন।

মোঃ অহিদ হোসেন এবং বিভাগীয় প্রশিক্ষকগণ। জেলা কমান্ড্যান্ট তার বক্তব্যে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার আহ্বান জানান। এরপর তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণ করেন। উল্লেখ্য, ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ২য় ধাপে গোপালগঞ্জ জেলার ১৮ জন এবং নড়াইল জেলার ১১ জনসহ মোট ২৯ জন ভিডিপি (পুরুষ) সদস্য এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। এ কোর্সটি ২০ ফেব্রুয়ারি শুরু হয়ে ২৭ এপ্রিল শেষ হয়।

তথ্য: **রাসেল আহম্মেদ**, গণসংযোগ সহকারী, ঢাকা রেঞ্জ

**খুলনা রেঞ্জ:** খুলনায় ভিডিপি সদস্যদের বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ খুলনা জেলা আনসার ও ভিডিপি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ২৯ জন ভিডিপি সদস্যদের ৭০ দিন মেয়াদি কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠান গত ২৫ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা কমান্ড্যান্ট খুলনা মোঃ সাইফুদ্দিন।

এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সহকারী জেলা কমান্ড্যান্ট খুলনা মোহাম্মদ মিরাজুল ইসলাম খান। খুলনা জেলার জেলা কমান্ড্যান্ট মোঃ সাইফুদ্দিন প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশে বলেন, ''তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে কম্পিউটার শিক্ষা গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। কম্পিউটার

মোঃ সাইফুদ্দিন, জেলা কমান্ড্যান্ট, খুলনা গত ২৭ এপ্রিল ভিডিপি সদস্যদের বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন।

ব্যবহারে পারদর্শী ও দক্ষ করে গড়ে তোলার মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করাই এ প্রশিক্ষণের লক্ষ্য। এ প্রশিক্ষণে সকলকে প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান বাস্তব জীবনে কাজে লাগাতে হবে। এছাড়া বৈজ্ঞানিক গবেষণা, চিকিৎসা, ব্যবসা-বাণিজ্য, অফিস-আদালত, বিভিন্ন ক্ষেত্রে কম্পিউটারের ব্যবহার দিন দিন বেড়েই চলছে। কম্পিউটার ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা উন্নয়নের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারি।" অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সার্কেল অ্যাডজুট্যান্ট মোঃ আজিজুল ইসলাম ও কম্পিউটার প্রশিক্ষক মোঃ আমিনুল ইসলাম ।

তথ্য: **ইসমাইল হোসেন**, গণসংযোগ সহকারী, খুলনা রেঞ্জ

**চট্টগ্রাম রেঞ্জ:** বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী চট্টগ্রাম রেঞ্জ কার্যালয়ে ভিডিপি (পুরুষ) সদস্যদের ২য় ধাপ ৭০ দিন মেয়াদি মৌলিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠান গত ২৭ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন আনসার ও ভিডিপি জেলা কমান্ড্যান্ট চট্টগ্রাম ও কোর্স ওআইসি এইচ এম সাইফুল্লাহ হাবিব। আরও উপস্থিত ছিলেন সহকারী জেলা কমান্ড্যান্ট ও কোর্স অ্যাডজুট্যান্ট ফরিদা পারভীন

এইচ এম সাইফুল্লাহ হাবিব, জেলা কমান্ড্যান্ট, চট্টগ্রাম গত ২৭ এপ্রিল ভিডিপি সদস্যদের বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে প্রশিক্ষণ সনদ বিতরণ করেন।

সুলতানা এবং কোর্সের কোয়ার্টার মাস্টার রাফিউল ইসলাম কাঞ্চন। এ প্রশিক্ষণে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারকারীদের প্রধান অতিথি পুরস্কৃত করেন।

তথ্য: **সিহাব মোল্যা**, গণসংযোগ সহকারী, চট্টগ্রাম রেঞ্জ

# ঢাকা রেঞ্জের উদ্যোগে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা এবং ঔষধ বিতরণ

গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলায় বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর তত্ত্বাবধানে আনসার ও ভিডিপি সদস্য এবং সাধারণ নাগরিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় দিনব্যাপী ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পেইন ও ঔষধ বিতরণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। গত ২৩ এপ্রিল রাধাগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদে

এ কে এম জিয়াউল আলম, বিএএম, পিভিএমএস, উপমহাপরিচালক, ঢাকা রেঞ্জ গত ২৩ এপ্রিল ঢাকা রেঞ্জের উদ্যোগে গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলার রাধাগঞ্জ ইউনিয়নে আনসার ও ভিডিপি সদস্য-সদস্যাদের মাঝে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ও ঔষধ বিতরণ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী ঢাকা রেঞ্জের উদ্যোগে এ মেডিকেল ক্যাম্পেইনের আয়োজন করা হয়।

এ মেডিকেল ক্যাম্পেইনে মেডিসিন, গাইনী, শিশু বিশেষজ্ঞ এবং আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ঢাকা রেঞ্জের চিকিৎসকসহ মোট ৪ জন চিকিৎসক চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন। এছাড়া দিনব্যাপী ক্যাম্পেইনে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন গোপালগঞ্জ জেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা-কর্মচারী, উপজেলা প্রশিক্ষক, ঢাকা রেঞ্জ নার্সিং সহকারী, আনসার ব্যাটালিনের সদস্য এবং গোপালগঞ্জের আনসার ও ভিডিপি সদস্যবৃন্দ।

এ ক্যাম্পেইনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা রেঞ্জের উপমহাপরিচালক এ কে এম জিয়াউল আলম, বিএএম, পিভিএমএস। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন ২৩ আনসার ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক মঞ্জুর মোর্শেদ, জেলা কমান্ড্যান্ট গোপালগঞ্জ মোঃ ফজলে রাব্বিসহ অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ।

এ মেডিকেল ক্যাম্পেইনটি সকাল ৯টা থেকে শুরু হয়ে বিকাল ৪টায় শেষ হয়। এদিন মোট ৫৬৭ জন রোগীকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান এবং ঔষধ দেওয়া হয়। তথ্য: **রাসেল আহম্মেদ**, গণসংযোগ সহকারী, ঢাকা রেঞ্জ

# চট্টগ্রাম রেঞ্জ কার্যালয়ে অগ্নিনির্বাপণ প্রশিক্ষণ ও মহড়া অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর চট্টগ্রাম রেঞ্জে অগ্নিনির্বাপণ বিষয়ক এক প্রশিক্ষণ ও মহড়া গত ২১ মে অনুষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রাম রেঞ্জের উপমহাপরিচালক মোঃ সাইফুল্লাহ্ রাসেল, বিএএম, পিএএমএস-এর নেতৃত্বে সকাল ১১টায় রেঞ্জ কার্যালয় মাঠে অগ্নিনির্বাপণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও মহড়ার আয়োজন করা হয়।

এ মহড়ায় আরও উপস্থিত ছিলেন ৩১ আনসার ব্যাটালিয়নের পরিচালক নাজমুল হক নূরনবী, জেলা কমান্ড্যান্ট চট্টগ্রাম এইচ এম সাইফুল্লাহ হাবিব, ৩১ আনসার ব্যাটালিয়নের উপপরিচালক সোনিয়া বেগম, সহকারী জেলা কমান্ড্যান্ট চট্টগ্রাম ফরিদা পারভীন সুলতানা, চট্টগ্রাম রেঞ্জের সার্কেল অ্যাডজুট্যান্ট মোঃ আলা উদ্দিন, রাউজান উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা ফাহমিদা ইয়াছমিনসহ অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

এ প্রশিক্ষণে থানা প্রশিক্ষিকা, বিভিন্ন পদবির আনসার ব্যাটালিয়নের সদস্য ও প্রশিক্ষণরত ইউনিয়ন/ওয়ার্ড দলনেত্রী সদস্যসহ সর্বমোট ১০৫ জন

মোঃ সাইফুল্লাহ রাসেল, উপমহাপরিচালক, চট্টগ্রাম রেঞ্জ গত ২১ মে রেঞ্জ কার্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত অগ্নি-নির্বাপণ প্রশিক্ষণের মহড়া উপভোগ করেন।

অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ ও মহড়া পরিচালনা করেন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রামের উপসহকারী পরিচালক মোঃ আব্দুর রাজ্জাক ও ফায়ার সার্ভিসের চৌকস টিম। এ কর্মশালায় অগ্নি প্রতিরোধ, নির্বাপণ, উদ্ধার, জরুরি বহির্গমন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনামূলক আলোচনা করা হয়। এ মহড়ায় অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, ভূমিকম্প ও বজ্রপাত থেকে নিরাপদ থাকার বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও অগ্নি-নির্বাপণের বিভিন্ন কৌশল সম্পর্কে বাস্তব ধারণা প্রদান করা হয়।

তথ্য: **সিহাব মোল্লা**, গণসংযোগ সহকারী, চট্টগ্রাম রেঞ্জ

# খুলনা রেঞ্জে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ও ঔষধ বিতরণ

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর উদ্যোগে এবং মহাপরিচালক-এর নির্দেশে সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলার নওয়াবেকী ইউনিয়ন পরিষদে গত ৩০ মে দিনব্যাপী আনসার ও ভিডিপি সদস্য-সদস্যাদের ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প ও ঔষধ বিতরণ অনুষ্ঠান শুভ উদ্বোধন করেন খুলনা রেঞ্জের উপমহাপরিচালক শাহ্ আহমদ ফজলে রাব্বী। এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা কমান্ড্যান্ট সাতক্ষীরা মোরশেদা খানম। এসময় উপস্থিত রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন মেডিকেল অফিসার ডাঃ তিথি মহলদার, ডাঃ শাহরিয়ার হাসান, ডাঃ বাশিপুর রমান, ডাঃ শুস্মিতা সেন কেয়া।

শাহ্ আহমদ ফজলে রাব্বী, উপমহাপরিচালক, খুলনা রেঞ্জ গত ৩০ মে দিনব্যাপী আনসার ও ভিডিপি সদস্য-সদস্যাদের ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প ও ঔষধ বিতরণ অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন।

এসময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সার্কেল অ্যাডজুট্যান্ট মোঃ মিয়াজান আলী, উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা নারগিস আরা পারভীন এবং খুলনা রেঞ্জ ও ৩০ আনসার ব্যাটালিয়নের মেডিকেল সহকারীবৃন্দ।

উল্লেখ্য, ৬০০ জন রোগীর মাঝে ফ্রি চিকিৎসা সেবা ও বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হয়। তথ্য: **মোঃ ইসমাইল হোসেন**, গণসংযোগ সহকারী, খুলনা রেঞ্জ

# সিলেট রেঞ্জে জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কারের প্রাইজমানি ও সনদ বিতরণ অনুষ্ঠিত

আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী সিলেট রেঞ্জের আয়োজনে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কারপ্রাপ্ত ১৩ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সনদপত্র ও ক্রেস্ট বিতরণ ও অংশীজনের সভা গত ২৬ মে অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আনসার ও ভিডিপি সিলেট রেঞ্জের উপমহাপরিচালক মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল, বিভিএম, পিভিএমএস।

মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল, উপমহাপরিচালক, সিলেট রেঞ্জ গত ২৬ মে রেঞ্জের ১৩ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাঝে জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কারের প্রাইজমানি ও সনদ বিতরণ করার পর তাদের সাথে ফটোসেশনে অংশগ্রহণ করেন।

শুদ্ধাচার পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন-সহকারী পরিচালক তহিদুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক মোঃ মশিউর রহমান মানিক, সহকারী জেলা কমান্ড্যান্ট মোঃ ফরিদ রহমান, উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা মোঃ তামিম আল জামান, উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা মোঃ আবু সাঈদ, উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা মোঃ আতাউর রহমান, উপজেলা প্রশিক্ষক মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান, অফিস সহকারী সুকিল কান্তি দে, অফিস সহায়ক মোঃ ইদ্রিস আলী, সনজিত সিংহ, অফিস সহায়ক জিয়াউর রহমান, নিরাপত্তা প্রহরী খোকন, সিপাহি মোঃ মনির হোসেন। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন সিলেট জেলা কমান্ড্যান্ট আলী রেজা রাব্বী, বিভিএমএস ও সিলেট রেঞ্জের সার্কেল অ্যাডজুট্যান্ট জসীম উদ্দীন।

তথ্য: **মোঃ রাসেল**, গণসংযোগ সহকারী, সিলেট রেঞ্জ

# ময়মনসিংহ রেঞ্জে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতাভুক্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

ড. মোঃ সাইফুর রহমান, বিভিএম (বার), পিএএমএস, উপমহাপরিচালক, ময়মনসিংহ রেঞ্জ গত ১৩ মে ময়মনসিংহ রেঞ্জ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত তথ্য অধিকার শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী ময়মনসিংহ রেঞ্জ কার্যালয়ের আয়োজনে গত ১২ ও ১৩ মে দুই দিনব্যাপী বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)-এর আওতাভুক্ত দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে উদ্বোধনী ও সমাপনী বক্তব্য রাখেন ময়মনসিংহ রেঞ্জের উপমহাপরিচালক ড. মোঃ সাইফুর রহমান, বিভিএম (বার), পিএএমএস।

অতিথি বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ) মোঃ জিয়াউল হাসান, বিভিএমএস, পিএএমএস। কোর্স সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করেন ময়মনসিংহ রেঞ্জের উপপরিচালক মোহাঃ মাহবুবুর রহমান, পিএএমএস। এ প্রশিক্ষণে ময়মনসিংহ রেঞ্জাধীন বিভিন্ন জেলা ও আনসার ব্যাটালিয়নের ইউনিট প্রধানসহ সকল কর্মকর্তা, উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা, উপজেলা প্রশিক্ষক/প্রশিক্ষিকা এবং বিভিন্ন পদবির ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

তথ্য: রেজাউল করিম, গণসংযোগ সহকারী, ময়মনসিংহ রেঞ্জ

# পটুয়াখালীতে আনসার ও ভিডিপির জেলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত

পটুয়াখালী জেলা আনসার ও ভিডিপি সমাবেশ গত ৬ মে সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে পটুয়াখালী জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বরিশাল রেঞ্জের উপমহাপরিচালক মোঃ আশরাফুল আলম, বিএএমএস।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন পটুয়াখালী জেলার জেলা প্রশাসক ও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ নূর কুতুবুল আলম। সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য রাখেন

মোঃ আশরাফুল আলম, বিএএমএস, উপমহাপরিচালক, বরিশাল রেঞ্জ গত ৬ মে পটুয়াখালী জেলা আনসার ও ভিডিপি সমাবেশে দলনেতা-দলনেত্রীদের মাঝে পুরস্কার হিসেবে বাইসাইকেল প্রদান করেন।

জেলা কমান্ড্যান্ট পটুয়াখালী মোঃ আবু সোলায়মান, বিভিএমএস। বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন পুলিশ সুপার পটুয়াখালী মোঃ সাইদুল ইসলাম বিপিএম, পিপিএম, ২২ আনসার ব্যাটালিয়নের পরিচালক সদন চাকমা, বিভিএম, পটুয়াখালী র‍্যাব-৮ এর কোম্পানি অধিনায়ক মেজর সোহেল রানাসহ বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ শাজাহান মিয়া।

প্রধান অতিথি বলেন, "এক ইঞ্চি জমিও খালি রাখা যাবে না প্রধানমন্ত্রীর এ নির্দেশনাকে সকলকে মেনে চলতে হবে। বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মহাপরিচালকের দূরদর্শী নেতৃত্বে এ বাহিনী এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা সবাই মৌলিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছি। আমাদের মৌলিক প্রশিক্ষণের সময় নিরাপত্তা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, অস্ত্র প্রশিক্ষণ ও নেতৃত্ব বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। আমাদের এ প্রশিক্ষণ এবং অভিজ্ঞতা আমাদের নিজের, আমাদের পরিবারের, গ্রামের এবং দেশের কাজে লাগাতে হবে।"সবশেষে আনসার ও ভিডিপি সদস্য-সদস্যাদের মাঝে ৩টি বাইসাইকেল, ১টি সেলাই মেশিন, ৮টি প্রেসার কুকার, ২৪টি ছাতা এবং ৮টি সুপ সেট পুরস্কার প্রদান করেন।

তথ্য: মোঃ আব্দুল আজিজ মিয়া, গণসংযোগ সহকারী, বরিশাল রেঞ্জ

# একটি বিমান রম্য

নাজমুছ সালেহীন নূর

সরকারি একটি ট্রেনিং-এ আমার তুরস্ক যাওয়ার সময়ের বিমান যাত্রার ঘটনা বলছি। তুরস্ক যাত্রা যেদিন নিশ্চিত হলো সেদিন থেকেই আমার বউ কেমন যেন অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকানো শুরু করলো। একটু পরপর, এই তুরস্কের মেয়েরা তো সুন্দর তাই না, ওদের উচ্চতা কত? তুমি যেখানে থাকবে সেখানে অন্য কোনো মেয়ে থাকবে কিনা, তোমার আসল উদ্দেশ্য কি? আমাকে ভুলে যাবে নাতো। তোমার কিন্তু বাচ্চা আছে। এসব ক্যাসেটের মতো বাজতে শুরু করলো। আমি কানে তুলো দিয়ে মুখে হাসি রেখে শুধু মাথা নাড়াতাম। এখন রিস্কি সময়। এখন কোনো ভুল করা যাবে না। কি থুয়ে কি বলে ফেলি পরে আবার শুরু হবে কাল বৈশাখীর ঝড়। এমনিতে হালকা দমকা বাতাস বইছে, বইতে থাকুক। কোনো মতে বিমানে উঠতে পারলেই হলো। যাবার আগে বউ আমাকে দোয়া দরুদ পরে দিলো যেনো কোনো নারীর পাল্লায় না পরি। কিন্তু দোয়া দরুদ তো বৃথা যেতে পারে না, বিমানে উঠেই দেখি আমার নিজের সিটে এক সুন্দরী মেয়ে বসে আছে। আমি নিজে নিজের বুকে দুইবার ফু দিলাম। কিন্তু মেয়ে যে আমার জানালার সিটে বসে আছে। এই সিটটাই আমি এক্সট্রা ১ হাজার টাকা দিয়ে নিয়েছি। মেয়েটার পাশে যেয়ে দাঁড়াতেই মেয়েটা একটা ছেলে ভুলানো হাসি দিয়ে বললো, ভাইয়া (বুকে গিয়ে লাগলো যেনো); এটা কি আপনার সিট? আমার বমির সমস্যা আছে তো, তাই আমি এই জানালার সিটটায় বসতে চাচ্ছি, যদি কিছু মনে না করেন, না হয় আপনার কোলে যদি বমি করে দেই তাতো আপনারও ভালো লাগবে না। আমি বুকে পাথর রেখে বললাম, না ঠিক আছে। সমস্যা নাই, বসেন। আমি তার পাশে বসে পরলাম। বসার সাথে সাথেই মনে পড়লো, আরে এটা তো বাস নয়, বিমান, এখানে জানালা তো খুলতে পারবে না, তাহলে জানালায় বসে লাভ কি? এখন বমি করলেও তো আমার কোলে পরতে পারে। আমি বুঝতে পারলাম আমাকে বোকা বানানো হয়েছে। আমি দুই তিন বার কাশি দিলাম। মেয়েটা এদিকে আর তাকালোই না। কানে হেডফোন নিয়ে ঘুমিয়ে গেছে ভান করে পরে আছে। আমি আরো জোরে দুই তিন বার কাশি দিলাম, তার দিকে হাত নাড়লাম। কালো চশমা চোখে দিয়ে ঘুমিয়ে গেছে মনে হলো। মন খারাপ করে বসে থাকলাম। পাশে একজন হজ্ব যাত্রী বৃদ্ধ লোক। সে আমাকে একটা প্লাস্টিকের কৌটা হাতে দিয়ে বললো বাজান ইটা খুলিয়া দিতাই নি? আমি ছোট কৌটাটা মোচড় দিতেই খুলে গেলো। খুলে দেখি পানের পিক ফেলানোর কৌটা। আমি রাখবো না ফেলে দিবো বুঝে উঠতে পারছি না। বৃদ্ধ আস্তে-আস্তে আমার হাতে পানের ডালা, পান, সুপারির ডালা দিয়ে নিজে পানের মধ্যে মশলা ভরে গল্প করতে থাকলো। বুঝলাই বাবা- আইজ খাইলকোর ফোয়াফুরিন হগলতা বেয়াদপ। মুরব্বিঅগলের কথা হুনে না। আদব খায়দা জানে না। আমার দু হাত ভর্তি জর্দা পান এবং অন্যান্য জিনিস। বৃদ্ধ সময় নিয়ে পান বানালেন, মুখে দিয়ে চোখ বন্ধ করে আরামে চিবোতে থাকলেন। চোখ বন্ধ করে পান চিবোচ্ছেন অথচ তার খেয়ালই নেই যে আমার দুই হাত ভর্তি তার সকল জিনিস। এরই মধ্যে সুন্দরী এয়ারহোস্টেজ বৃদ্ধের সামনে এসে খুব অদ্ভুত ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকালো। আমি কি করবো বুঝে উঠতে পারছি না তখনো। আমিও তার দিকে বোকার মতো একটা হাসি দিলাম। এয়ারহোস্টেজ বৃদ্ধর দিকে তাকিয়ে আমার দিকে এমনভাবে তাকালো যেন আমি খুব বড় অপরাধ করে ফেলেছি। অপরাধ তো করেছি, বিমানে পান খাওয়া বারণ। বিমানবালা ভাবছে পিক কোথায় ফেলবে। এর মধ্যে বৃদ্ধ চোখ খুলে বিমানবালা কে দেখেই বলে উঠলো, মাজি আমারে দুই টুখরা গুয়া দিতা পারবাইনি? আফনার চাচী, ভুলইন্যা মন, হগলতা ভুলিয়া যাইন, আমি কতবার কইছি গুয়া দিতা ভুলিও না। গুয়া ছাড়া কিতা ফান খাওয়া যায়নি। দেখেন ইটাও ভুলিয়া গেছইন। বিমানবালার চোখে মুখে বিরক্তি লুকানোর চেষ্টা স্পষ্ট। বাথরুমে যাবার প্রেসার কিন্তু যেতে পারছে না, কাওকে বলতেও পারছে না, এমন অবস্থায় যে এক্সপ্রেশন হয়, তেমনি মুখ হাসি-হাসি করে সে ইংরেজিতে বললো, দুঃখিত এখানে পান খাওয়া নিষেধ। বৃদ্ধ বলে উঠলেন, কিতা কইরাই বুঝি না। বলেই আমার দিকে তাকালেন। এদিকে আমার মেজাজ চরমে উঠে যাচ্ছে। আমি তাকে বললাম, চাচা বিমানে পান খাওয়া নিষেধ। বৃদ্ধ বলে উঠলেন- কিতা কন মিয়া, ফান খাওয়া নিষেধ। আমরার কুদ্দুস লন্ডনে গেছিল, রহিমুদ্দির ফুয়া লন্ডনে গেছিল, তারা কইছইন আমারে বিমানে ফান খাওয়া যায়। আফনে কইলে হইব নি? এই মাজিরে কউক্কা আমারে যানি দুই ফালডা গুয়া দিয়া যায়। এত খিছু দিতাছইন , খাওন দাওন, গুয়া দিত না নি। বলেই ঘুরে বিমানবালার দিকে তাকিয়ে বললেন- মাজি আমি জানি আফনে পারবাইন, আমরার গ্রামত ইলাখান কুনো বাড়ি নাই যে গুয়া নাই। হগলর বাড়িত গুয়ার গাছ আছে আর হগলেওত খাইন। এত বুরো বিমান, গুয়া থাকতো না , ইটা তো অয়না। আল্লার কাছঅ আফনের লাগিয়া দোয়া করিমু আমারে দুইটা গুয়া আনিয়া দেউক্কা।

বিমানবালা বাংলা কথা বুঝে কিংবা না বুঝে চলে যায়। যাওয়ার সাথে সাথে বৃদ্ধ বলে ওঠে দেখছ দেখছ কইলাম না আইজকালকোর ফুয়াফুরিন হগলতা বেয়াদপ। কেও মাত হুনইন না। আমি বৃদ্ধের পান খাওয়ার সামগ্রী হাতে নিয়ে বৃদ্ধকে জিজ্ঞাস করলাম, চাচা আপনার এলাকার সবাই কি 'স' কে 'হ' বলে। তিনি বললেন আরে হগলে কয় নাতো। আমি বললাম এই যে মাত্রই বললেন, তিনি বলে উঠলেন হগল সময়ে কই নাতো। আমি বলালাম এইতো আবারো বললেন, তিনি এবারে কিছুটা লজ্জা পেলেন মনে হলো। উত্তরে বললেন, ও আইচ্ছা ওটা সটাত বলে ফেলেছি। আমি হাসবো না কাঁদবো বুঝতে পারছি না। তিনি প্রতিবার পিক ফেলানোর সময়ে আমার হাত সামনে বাড়িয়ে দেয়া লাগছে। বাপের বয়সী মানুষ, কিছু বলতেও পারছি না আবার সহ্যও করতে পারছি না। বৃদ্ধ পা উঠিয়ে বসেছেন। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, বাবা পড়াশোনা করছেন কই? আমি বললাম চাচা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তিনি চুক-চুক শব্দ দিয়ে দুঃখ প্রকাশ করলেন। আহারে আরেকটু পড়াশোনা করিলে তো আমরার এম সি কলেজে চান্স পাইতেন। আহারে। আইচ্ছা যা হউক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইটা কুন গেরামঅ। নাম তো হুনি ন। আমি বললাম চাচা এটা ঢাকা শহরে। তিনি বললেন, ও আইচ্ছা। আমার হাত থেকে তার জিনিসপত্র নিয়ে তিনি তার পায়ের কাছে রেখে দিলেন। আমি হাফ ছেড়ে বাঁচলাম। ভালো করে গা এলিয়ে দিয়ে কানে হেডফোন গুজে দিতেই তিনি আবার ডাক দিলেন। বাজান, কয় ঘণ্টা লাগবো? আমি বললাম আপনার তো কানেক্টিং ফ্লাইট, আপনি দুবাই নেমে বিমান পরিবর্তন করবেন। দুবাই যেতে আপনার ৪-৫ ঘণ্টা লাগবে। তিনি বললেন, আল্লাহ অত সময় বাত্রুম আটকাইয়া রাখিমু কি করিয়া? আমি বললাম আটকে রাখতে হবে নাতো। বাথরুম আছে। উনি বললেন আইচ্ছা লাগলে আফনারে কইমু আমারে একটু নিয়া যাইন জানি। আমি বললাম আপনার সাথে কেও নেই। উনি বললেন, আছে, তারা অনেক দূরে বইছইন, এখান থাকিয়া দেখা যায় না। আমি বললাম আচ্ছা নিয়ে যাবো। যেই চোখটা বন্ধ করতে যাচ্ছি উনি বলে উঠলেন, দেখছেন বাবা, তারারে অত করিয়া কইলাম আমারে একটা গুয়া দেউক্কা, দিলো না। আল্লার গজব পরিবো। তারার ফোশাক দেখছেন, আল্লাহ আল্লাহ, গজব পরবো। আমি শুনেও না শোনার ভান করলাম। কথার উওর দিলাম না। মনে মনে ভাবলাম, কথার উত্তর না দিলে মনে করতে পারে ঘুমিয়ে গেছি, তখন নাও ডাকতে পারে। কিছুক্ষণ পরেই উনি ধাক্কা দিয়ে আমাকে উঠালেন, বাজান বাথরুমঅ যাইতাম। আমি বললাম, দাঁড়ান আমি মহিলাকে ডেকে দিচ্ছি। উনি বললেন- নাউজুবিল্লাহ, মহিলা লইয়া বাথরুমঅ যাইতাম খ্যানে? আফনার চাচী জানিলে আমারে আর ঘরে উঠিতে দিতা নায়। আফনে আউক্কা আমার লগে। আমি ভীষণ বিরক্তি নিয়ে উঠলাম। তাকে ধরে ল্যাভাটোরির কাছে নিয়ে এলাম। তিনি বাথরুমে ঢুকার সময়ে বললেন বাজান আফনে দরজা ডা ধরিয়া থাকিয়েন। আমি বললাম- ধরা লাগবে না চাচা, আপনি লাগিয়ে নিতে পারবেন। তিনি বললেন- যদি খুলতাম না পারি? আমি বললাম সমস্যা নাই, আপনি যান। তিনি ভেতরে ঢুকেই সাথে-সাথে বের হয়ে এলেন, বললেন বাজান এখানঅ বাথরুম কই? ইটা না দেখি চেয়ারর মতন লাগে। আমি অগ্যতা বাধ্য হয়েই তাকে ভেতরে ঢুকে দেখিয়ে দিলাম। বলে আসলাম শেষ হলে কোথায় চাপ দিতে হবে। আমি দরজায় দাঁড়িয়ে আছি, বিমানবালা গুলো আমার দিকে অদ্ভুত চোখে তাকাচ্ছে। আমিও বিব্রতবোধ করতে থাকলাম। হঠাৎ দেখি বাথরুম থেকে চিতকার। দরজা খুলে দেখি তিনি ভীষণ আতঙ্কে কাপছেন। আমি বললাম, কি হয়েছে চাচা? উনি বলে উঠলেন, আমারে টানিয়া নিতা চাইছিল। আল্লাহ বাঁচাইছইন। বৃদ্ধকে এনে সিটে বসিয়ে দিলাম। তিনি তার ঝোলা থেকে মুড়ি আর এক টুকরা গুড় নিয়ে খাওয়া শুরু করলেন। মুড়ির চিবানোর শব্দে আমার বিরক্তি শুরু হয়ে গেলো। কিন্তু কিছু বলতে পারছি না। এদিকে আমার সিটে বসা সেই মেয়েটা জানালার দিকে তাকিয়ে আছে। কালো চশমার আড়ালে তার চোখ। আমি জানালার ফাঁক দিয়ে বোঝার চেষ্টা করলাম কোথায় আছি। জানালার অনেক নিচ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে মেঘ। কোনো না কোনো দেশের উপর দিয়ে। অজানা দেশের উদ্দেশ্যে যেমন মেঘগুলো উড়ে যাচ্ছে তেমনি উড়ে যাচ্ছি আমি। জানি না কি হয়।

লেখক: উপপরিচালক (রেকর্ড), বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

বদলি/পদোন্নতি

# পরিচালকদের অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদর দপ্তরের রেকর্ড শাখার স্মারক নং-৪৪.০৩.০০০০.০১৩.৩০.০০১.২৪-৬৯৯, তারিখ: ২ জুন ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ মূলে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণকে অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

১. মোঃ আহসান উল্লাহ-পরিচালক (অঙ্গীভূত), বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, সদর দপ্তর, খিলগাঁও, ঢাকা ও অতিরিক্ত দায়িত্ব পরিচালক (সিএইচসি-অপ্স)-কে সম্পাদক কাম প্রশাসক হিসাবে প্রতিরোধ শাখা, আনসার ও ভিডিপি, সদর দপ্তর, খিলগাঁও, ঢাকার অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

২. দেওয়ান মাতলুবুর রহমান-পরিচালক (আনসার-প্রশিক্ষণ), বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, সদর দপ্তর, খিলগাঁও, ঢাকা-কে পরিচালক (ক্রীড়া ও সংস্কৃতি) হিসাবে আনসার ও ভিডিপি সদর দপ্তর, খিলগাঁও, ঢাকার অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

# সহকারী পরিচালকদের বদলি

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদর দপ্তরের রেকর্ড শাখার স্মারক নং-৪৪.০৩.০০০০.০১৩.৩৩.০০১.২৪-৫৮৬, তারিখ: ১৩ মে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ মূলেনিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণকে বর্ণিত কর্মস্থলে বদলি করা হয়েছে।

১. মোঃ ফারুক হোসেন-সহকারী জেলা কমান্ড্যান্ট, ঠাকুরগাঁও-কে সহকারী পরিচালক হিসাবে ৩৭ আনসার ব্যাটালিয়ন, পটিয়া, চট্টগ্রামে বদলি করা হয়েছে।

২. মোহাঃ কামরুল ইসলাম-সহকারী জেলা কমান্ড্যান্ট, চুয়াডাঙ্গা-কে সহকারী পরিচালক হিসাবে ১৭ আনসার ব্যাটালিয়ন, জামতলী, দিঘীনালা, খাগড়াছড়িতে বদলি করা হয়েছে।

৩. মোঃ খাদেমুল ইসলাম-সহকারী পরিচালক, ২৮ আনসার ব্যাটালিয়ন, লালমনিটরহাট-কে সহকারী পরিচালক হিসাবে ৯ আনসার ব্যাটালিয়ন, ছোটমেরুং,দিঘীনালা, খাগড়াছড়িতে বদলি করা হয়েছে।

৪. আব্দুল্লাহ আল মামুন-সহকারী জেলা কমান্ড্যান্ট, খুলনা-কে সহকারী পরিচালক হিসাবে ৩৫ আনসার ব্যাটালিয়ন, শিলছড়ি, কাপ্তাই, রাঙ্গামাটিতে বদলি করা হয়েছে।

৫. মনির আহমেদ-সহকারী জেলা কমান্ড্যান্ট, পিরোজপুর-কে সহকারী পরিচালক হিসাবে ২৭ আনসার ব্যাটালিয়ন, সুয়ালক, বান্দরবানে বদলি করা হয়েছে।

## ক্রীড়াঙ্গনে আনসার ও ভিডিপির সাফল্য

# ৪র্থ জাতীয় সাবাতে (ফ্রেঞ্চ বক্সিং) প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি ক্রীড়া দল চ্যাম্পিয়ন

৪র্থ জাতীয় সাবাতে (ফ্রেঞ্চ বক্সিং) প্রতিযোগিতা-২০২৪ গত ২৭-২৮ এপ্রিল মোট ২ দিনব্যাপী শহিদ সোহরাওয়ার্দী ইনডোর স্টেডিয়াম, মিরপুর, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। এ প্রতিযোগিতায় আনসার ও ভিডিপি ক্রীড়া দল বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ২২টি স্বর্ণ, ৮টি রৌপ্য ও ৬টি তাম্রপদক পেয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।

এ প্রতিযোগিতার সমাপনী দিনে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ) প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে চ্যাম্পিয়ন ও রানারআপ দলের খেলোয়াড়দের মাঝে ট্রফি বিতরণ করেন।

**পদকপ্রাপ্ত আনসার ও ভিডিপি খেলোয়াড়রা হলেন:** নাইমুর রহমান শুভ পুরুষ সিনিয়র অ্যাসট-৭৫ কেজি ওজন শ্রেণিতে ১টি স্বর্ণ, জেসমিন আক্তার মহিলা সিনিয়র অ্যাসট-৫৬ কেজি ওজন শ্রেণিতে ১টি স্বর্ণ, সুমাইয়া খাতুন মহিলা সিনিয়র অ্যাসট-৬৫ কেজি ওজন শ্রেণিতে ১টি স্বর্ণ, মুয়িনুল হাসান মাহি পুরুষ (ইয়ুথ) অ্যাসট +৭০ কেজি ওজন শ্রেণিতে ১টি স্বর্ণ, মোঃ আকরাম হোসেন পুরুষ সিনিয়র অ্যাসট-৪৮ কেজি ওজন শ্রেণিতে ১টি স্বর্ণ, মাহমুদ বিন মাহমুউল্লাহ পুরুষ সিনিয়র কমব্যাট-৬৫ কেজি ওজন শ্রেণিতে ১টি স্বর্ণ, সৈয়দা তানজিনা রহমান শান্তা মহিলা সিনিয়র অ্যাসট-৪৮ কেজি ওজন শ্রেণিতে ১টি স্বর্ণ, নাসরিন আক্তার মহিলা সিনিয়র কমব্যাট +৭০কেজি ওজন শ্রেণিতে ১টি স্বর্ণ, রানা তরফদার পুরুষ সিনিয়র কমব্যাট-৫৬কেজি ওজন শ্রেণিতে ১টি স্বর্ণ, সোহাগ হোসেন পুরুষ সিনিয়র কমব্যাট-৬০ কেজি ওজন শ্রেণিতে ১টি স্বর্ণ, আদিবা ইসলাম আশামনি মহিলা (ইয়ুথ) অ্যাসট-৪৮ কেজি ওজন শ্রেণিতে ১টি স্বর্ণ, সেঁজুতি ইসলাম মহিলা সিনিয়র অ্যাসট-৫২ কেজি ওজন শ্রেণিতে ১টি স্বর্ণ, ফাতেমা আক্তার মহিলা (ইয়ুথ) অ্যাসট +৬৫ কেজি ওজন শ্রেণিতে ১টি স্বর্ণ, জনি সাংমা পুরুষ (ইয়ুথ) অ্যাসট-৬৫ কেজি ওজন শ্রেণিতে ১টি স্বর্ণ, মোঃ জাহিদ হাসান পুরুষ সিনিয়র অ্যাসট-৬৫ কেজি ওজন শ্রেণিতে ১টি স্বর্ণ, মোঃ শাহ পরান পুরুষ (ইয়ুথ) অ্যাসট-৪৮ কেজি ওজন শ্রেণিতে ১টি স্বর্ণ, মেহেরুন্নেসা মহিলা (ইয়ুথ) অ্যাসট-৫২ কেজি ওজন শ্রেণিতে ১টি স্বর্ণ, তৌহিদা চৌধুরী হলি মহিলা (ইয়ুথ) অ্যাসট-৪২ কেজি ওজন শ্রেণিতে ১টি স্বর্ণ, নাজমা আক্তার মহিলা সিনিয়র কমব্যাট-৬০ কেজি ওজন শ্রেণিতে ১টি স্বর্ণ, ফারজানা মিমি বন্যা মহিলা (ইয়ুথ) অ্যাসট-৪৫ কেজি ওজন শ্রেণিতে ১টি স্বর্ণ, আশা আক্তার মহিলা সিনিয়র কমব্যাট-৪৫ কেজি ওজন শ্রেণিতে ১টি স্বর্ণ ও সালমা আক্তার মহিলা সিনিয়র কমব্যাট-৪৮ কেজি ওজন শ্রেণিতে ১টি স্বর্ণপদক অর্জন করেন।

এছাড়া আসাদউল্লাহ পুরুষ সিনিয়র অ্যাসট-৫২ কেজি ওজন শ্রেণিতে ১টি রৌপ্য, অনন্যা আক্তার মহিলা (ইয়ুথ) অ্যাসট-৫৬ কেজি ওজন শ্রেণিতে ১টি রৌপ্য, পাপিয়া আক্তার মহিলা সিনিয়র কমব্যাট-৪৬ কেজি ওজন শ্রেণিতে ১টি রৌপ্য, মাহফুজা রহমান মিম মহিলা (ইয়ুথ) অ্যাসট-৬৫ কেজি ওজন শ্রেণিতে ১টি রৌপ্য, রুপালি আক্তার সাথী মহিলা সিনিয়র অ্যাসট-৬০ কেজি

মোঃ জিয়াউল হাসান, বিভিএমএস, পিএএমএস, উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ), বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী গত ২৮ এপ্রিল ৪র্থ জাতীয় সাবাতে (ফ্রেঞ্চ বক্সিং) প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন আনসার ও ভিডিপি ক্রীড়া চ্যাম্পিয়ন দলের মাঝে ট্রফি প্রদান করার পর তাদের সাথে ফটোসেশনে অংশগ্রহণ করেন।

ওজন শ্রেণিতে ১টি রৌপ্য, লামিয়া আক্তার লিমা মহিলা সিনিয়র অ্যাসট-৪৫কেজি ওজন শ্রেণিতে ১টি রৌপ্য, ইসরাত জাহান মহিলা (ইয়ুথ) অ্যাসট-৬০ কেজি ওজন শ্রেণিতে ১টি রৌপ্য ও মোহসিনা আক্তার লতা মহিলা সিনিয়র কমব্যাট-৫২ কেজি ওজন শ্রেণিতে ১টি রৌপ্য পদক লাভ করেন।

এছাড়া সাগর হোসেন পুরুষ সিনিয়র কমব্যাট-৫২কেজি ওজন শ্রেণিতে ১টি তাম্র, নিপু সূত্রধর পুরুষ সিনিয়র কমব্যাট-৭০কেজি ওজন শ্রেণিতে ১টি তাম্র, মুনতাসীর আহমেদ পুরুষ সিনিয়র অ্যাসট-৪৮ কেজি ওজন শ্রেণিতে ১টি তাম্র, তানভির রহমান পুরুষ সিনিয়র কমব্যাট-৭৫ কেজি ওজন শ্রেণিতে ১টি তাম্র, মোঃ জুনায়েদ পুরুষ সিনিয়র অ্যাসট +৭৫ কেজি ওজন শ্রেণিতে ১টি তাম্র ও রশিদা আক্তার মহিলা সিনিয়র অ্যাসট-৭০ কেজি ওজন শ্রেণিতে ১টিতাম্র পদক লাভ করেন।

এ প্রতিযোগিতায় বাহিনীর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল একেএম আমিনুল হক, বিএএম, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, পিএইচডি সার্বিক তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে এবং অতিরিক্ত মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ নাজিম উদ্দিন, বিএএম তত্ত্বাবধায়ন করেন। এছাড়া উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ) মোঃ জিয়াউল হাসান, বিভিএমএস, পিএএমএস প্রধান সমন্বয়কারী, সহকারী পরিচালক (ক্রীড়া ও সংস্কৃতি) মোহাম্মদ রায়হান উদ্দীন ফকির টিম ম্যানেজার ও সার্কেল অ্যাডজুট্যান্ট (ক্রীড়া ও সংস্কৃতি) মোঃ জাকির হোসেন সহকারী টিম ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করেন। এ প্রতিযোগিতায় মোঃ মিজানুর রহমান সহকারী কোচ এবং আছরার আহমেদ রিমন কোচের দায়িত্ব পালন করেন।

সংবাদ: **সিপাহি মোঃ সাকিবুল ইসলাম** (প্রতিরোধ)

## এলপিজি সিলিন্ডার ব্যবহারে সতর্কীকরণ

- রান্না শেষে চুলা ও এলপিজি সিলিন্ডারের রেগুলেটরের সুইচ অবশ্যই বন্ধ করুন;
- সিলিন্ডার কোনোভাবেই চুলার আগুনের আশেপাশে রাখবেনা না, এতে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে;
- এলপিজি সিলিন্ডার খাড়াভাবে রাখুন, কখনই উপুড় বা কাত করে রাখবেন না;
- চুলা সিলিন্ডার থেকে নিচুতে রাখবেন না, কমপক্ষে ৬ ইঞ্চি উপরে রাখুন;
- রান্নাঘরের উপরে ও নিচে ভেন্টিলেটর রাখুন;
- ঘরে গ্যাসের গন্ধ পেলে দ্রুত দরজা-জানালা খুলে দিন এবং এলপিজি সিলিন্ডারের রেগুলেটর বন্ধ করুন;
- অতিরিক্ত গ্যাস বের করার জন্য এলপিজি সিলিন্ডারে তাপ দিবেন না;
- রান্না শুরু করার আধা ঘন্টা আগে রান্নাঘরের দরজা-জানালা খুলে দিন;

তথ্য: রেকর্ড শাখা

# কবিতাছড়া

## শরীয়তপুর

**মোঃ আহসান উল্লাহ**

[চৌষট্টি জেলার সনেট]

কীর্তিনাশা, পদ্মা, মেঘনার পঙ্কে গড়া,
উর্বর দোআঁশ পুষ্ট, প্রসারিত বেলা;
প্রাচীন ইদিলপুর, রণে-স্বনে লড়া,
চিতল, বোয়াল, স্বাদু ইলিশের মেলা।
ভাটিয়ালি গেয়ে চলে, বেনের কাফেলা,
অতুল প্রসাদ সেন, রচে গীত-ছড়া;
গীতা দত্ত সংগীতে, মোহিনী সুরেলা,
মিষ্টি আলু, তক্তি গুড়, গুণে-মানে চড়া।
পুলিনবিহারি দাস, আব্দুর রাজ্জাক,
প্রাজ্ঞ আবু ইসহাক, কর্মে কীর্তিমান;
মস্ত দিগম্বরী দীঘি, পুণ্য তীর্থস্থান,
আলুর বাজার ঘাটে, সদা গণ-হাঁক।
বিবিখানা, পুলি পিঠা, স্বাদে সুমধুর,
সম্প্রীতির লীলাভূমি, শরীয়তপুর

[মহাকবি : পরিচালক (অংগীভূতকরণ), আনসার ও ভিডিপি সদর দপ্তর, খিলগাঁও, ঢাকা]

## ফিলিস্তিনের কান্না

**শারমিন লিজা**

এক শহর ধ্বংস হলে আরেক শহর কাঁপে,
বোমা বারুদের তীব্র আগুন ফিলিস্তিনের সাথে।
রক্তের স্রোতে সাগর বয় ধ্বংস থামে না তবু,
মানবতা পুড়ে পুড়ে আজ করছে নিভু নিভু।

রামাল্লা, শিফা সব খানেতে মৃত্যুর ভয়াল রূপ,
স্লোগান দেয় আম জনতা বিশ্বনেতারা চুপ।
হত্যার নেশা রক্তে মিশিয়ে জোট বেঁধেছে হায়েনা,
শান্তি সংস্থা চেয়ে চেয়ে দেখে শান্তি আনে না।

খাদ্য নেই, ছোট্ট শিশু থালা হাতে ঘুরে।
হঠাৎ আসা বিকট শব্দে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।
জীর্ণ তাবু, শীর্ণ পোশাক,খোলা আকাশের ছাদ,
রেহাই দেয়নি কোনো ভূমি, পেতেছে মৃত্যুর ফাঁদ।

হাসপাতালে ঠাঁই হয় না, ভরা কান্না দুঃখ
দেখা হয় না প্রিয়জনের চাঁদের মতো মুখ।
শিশু মারছে নির্বিচারে বাদ দেয় না নারী,
দিনে দিনে হচ্ছে ভারী মৃত দেহের সারি।

কখনো বোমা, কখনো গুলি চলে নির্বিচারে
কবে যে তারা মুক্তি পাবে, থামবে অত্যাচার।

[কবিও লেখক]

## গোপন

**জাহাঙ্গীর হাবীবউল্লাহ**

মগজে বুদ্ধি আছে ওহে রূপবতী
দিন-রাত কথা যত, দিলাম যে মন,
কতিপয় কথা তুমি রাখবে গোপন
লুকিয়ে কবিতা দিয়ে জানাই প্রণতি।
সকলি বলেছ তুমি সরলতা অতি
জীবনের কিছু কথা বলা ভালো নয়,
অন্তরে এতটুকু লুকাতেই হয়
খোলা মনে বলে গেলে নিজেরই ক্ষতি।
সব গান পাখিরা কি একদিনে গায়
কুসুম ছড়ায় কবে একত্রে ঘ্রাণ,
কিছুটা আড়াল করে কিছু দিয়ে যায়
ওগুলো বোঝে না কেন বন্ধুর প্রাণ!
না রাখ গোপন কিছু পাবে ধিক্কার
নিন্দা ছড়িয়ে লোকে পেয়ে যাবে পার।

[কবি: বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সম্পাদক কাম প্রশাসক (অব.) প্রতিরোধ]

## বঙ্গবন্ধু মানেই বাংলাদেশ

**আমির হোসেন চৌধুরী, পিএএম**

বঙ্গবন্ধু মানে পৃথিবীর বুকে একটি স্বাধীন মানচিত্র
বঙ্গবন্ধু মানে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত স্বপ্নের বাংলাদেশ বিনির্মাণে
জাতির পিতার কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার শপথ দীপ্ত।
বঙ্গবন্ধু মানে ১৭ই মার্চ "মা" সায়েরা খাতুনের কোলের আলো
বঙ্গবন্ধু মানে বাঙালি জাতির মুক্তির মশাল জ্বালো।
বঙ্গবন্ধু মানে স্বাধীনতার মহান স্থপতি
বঙ্গবন্ধু মানে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার অধিপতি।
বঙ্গবন্ধু মানে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালির নাম
বঙ্গবন্ধু মানে নিপীড়িত জনতার মুক্তির সংগ্রাম।
বঙ্গবন্ধু মানে খাজা নাজিমুদ্দিনের উর্দু ভাষার বিরুদ্ধে
তাৎক্ষণিক প্রতিবাদের আগুন,
বঙ্গবন্ধু মানে বাংলা ভাষায় ঠিকই এনেছে ফাগুন।
বঙ্গবন্ধু মানে ৬৬ এর ছয় দফা দাবি
বঙ্গবন্ধু মানে পাকহানাদার বল এই বঙ্গ ছেড়ে কবে যাবি?
বঙ্গবন্ধু মানে উত্তাল দেশ ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান
বঙ্গবন্ধু মানে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের বজ্রকণ্ঠের ভাষণ
বঙ্গবন্ধু মানে বিশ্বের বুকে অনন্য উচ্চতায় অর্জন করা এক সিংহাসন।
বঙ্গবন্ধু মানে মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়া গোটা দেশ
বঙ্গবন্ধু মানেই তো আমার স্বাধীন বাংলাদেশ।

[কবি: সিপাহি ৩৩ আনসার ব্যাটালিয়ন
সংযুক্ত মনিটরিং শাখা, সদর দপ্তর, খিলগাঁও, ঢাকা]